ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 July, 2023 ■ আগরতলা ১৯ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লীতে এনডিএ'র বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান জোটের নেতৃত্বরা।

বিরোধীদের জোট হল পরিবারবাদের এনডিএ'র বৈঠক থেকে কটাক্ষ মোদীর

নয়াদিল্লী, ১৮ জুলাই।। ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এনডিএ-র সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকছে বেঙ্গালুরুতে। বিরোধী জোটের নতুন নাম হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। তখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার নেতৃত্বে এনডিএ-এর শরিক দলগুলো বৈঠক করছে নয়াদিল্লিতে। সেখান থেকে বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, বিরোধীদের তো একটাই মন্ত্র পরিবার এবং পরিবারের জন্য।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির আয়োজনে ৩৮টি রাজনৈতিক দল বৈঠকে বসেছে। সেই বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইটে লেখেন, ভীষণ আনন্দের বিষয় যে আজ সারা দেশ থেকে আমাদের এনডিএ শরিকরা এক সঙ্গে আলোচনায় বসছি। অন্য দিকে, বিরোধী দলগুলোর বৈঠককে কটাক্ষ হেনে মোদী বলেছেন, ওটা তো দুর্নীতি এবং পরিবারবাদের জোট। বেঙ্গালুরুতে ২৬টি বিরোধী দল যখন আগামী লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে 'ইন্ডিয়া' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) ঘোষণা করেছে, তখন দিল্লির অশোক হোটেলে বৈঠকে বসেছেন মোদী, শাহ, নড্ডারা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আলোচনা সভায় তেলুগু দশম পার্টি (টিডিপি)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দল, লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রতিনিধিরা বৈঠকে রয়েছেন। অন্য দিকে, মুম্বই থেকে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে এসেছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

বৈঠকের আগে মোদী বলেন, আমাদের জোট পরীক্ষিত জোট। দেশের উন্নতি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ। অন্য দিকে, বিরোধীদের দাবি, তাদের একজোট হতে দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই তড়িঘড়ি এই বৈঠক। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের কটাক্ষ করেন, এনডিএ যে ৩০টির বেশি দলকে নিয়ে বৈঠকে বসছে, তাদের অনেক দলের তো নামই শুনিনি আগে। আসলে মোদীজি বিরোধী জোট নিয়ে খুব ভয় পেয়েছেন।

প্রথম মোদী সরকারের আমলে এনডিএর নিয়মিত বৈঠক হলেও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি একারই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাওয়ার এনডিএ কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। গত চার বছর ধরে জোটের কোনও বৈঠকও হয়নি। কিন্তু কর্নাটকের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কাছে পর্যুদস্ত হওয়া, বিরোধীদের একজোট হওয়া, আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং সর্বোপরি আগামী বছরের লোকসভা ভোটকে নজরে রেখেই বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব আবার শরিকদের প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করেছেন বলে রাজনীতির কারবারিদের একাংশ মনে করছেন। একই উদ্দেশে শুরু হয়েছে পুরনো শরিকদের নতুন করে কাছে টানার প্রক্রিয়াও।

স্কুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর ছাত্র অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অল্পতে প্রানে বাঁচল এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনা বিশালগড় অফিসটিলা দ্বাদস শ্রেনি বিদ্যালয়ে। আহত স্কুল ছাত্রের নাম নয়ন সাহা। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের শৌচালয়ের ইলেকট্রিক বোর্ডটি ভেঙ্গে রয়েছে।যার কারণে ইলেকট্রিক বোর্ডের তার এবং সুইচ গুলি বিপদজনক ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাত বিভাগের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র নয়ন সাহা বিদ্যালয়ের বাথরুমে গেলে ওই শৌচালয়ের ভাঙ্গা ইলেকট্রিক বোর্ডটি ওই ছাত্রের সংস্পর্শে আসে। ভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের প্রচেষ্টায় প্রানে বেঁচে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমি সম্মান ও প্লেটিনাম সংশাপত্র পেল ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালের ভূমি সম্মান পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কারগুলি নয়টি রাজ্যের সচিব এবং ৬৮জন জেলা সমাহর্তা ও তাদের সঙ্গীরা গ্রহণ করেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস আধুনিকীকরণ কর্মসূচির মূল উপাদানগুলি নিয়ে কাজে বিশেষ সাফল্যের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পেল ভূমি সম্মান এবং প্লেটেনিয়াম শংসাপত্র। উল্লেখ্য ত্রিপুরার আটটি জেলার মধ্যে সাত জেলাতে আধুনিক রেকর্ড রুম রয়েছে।

জেলা গুলি হল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ,সিপাহী জেলা, গোমতী, দক্ষিণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর ও আগরতলায় ১১ জন বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। সোমবার রাতে ধর্মনগর আই এস বি টি থেকে সচেতন সাধারণ নাগরিকরা পুলিশকে খবর দিয়ে তিনটি বাচ্চা সহ মোট ৯ জন বাংলাদেশীকে ধরিয়ে দিল ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে রবিবার ভোররাত তিনটের দিকে তারা অবৈধভাবে বিলোনিয়া দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

আজ বিলোনিয়া থেকে রেল পথে আগরতলা আসে এবং আগরতলা থেকে রেল পথে ধর্মনগর আসে। ধর্মনগরে এসে আইএসবিটিতে বাস ধরতে যায়। সেখানে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা এদেরকে আটক করে ধর্মনগর থানায় খবর দেয়। ধর্মনগর থানার পুলিশ গিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। থানার ওসি শিবুরঞ্জন দে জানিয়েছেন,তাদের কাছে কোন সঠিক ভারতীয় ডকুমেন্ট নেই। এবং তারা স্বীকার করেছে তাদের বাড়ি বাংলাদেশে।

একজন দালাল দিলওয়ার প্রত্যেকের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেরকে বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরাতে এনেছে বলে জানিয়েছে এক বাংলাদেশী নাগরিক। যারা বাংলাদেশী বলে ধরা পড়েছে তারা হলো,সারবিন বেগম এবং বিল্লাল শেখ এদের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াই এরা দুজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে খাদ্য দপ্তরের অভিযান, দুটি দোকান সিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। বিশালগড় মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে মঙ্গলবার বিশালগড় বাজারে অভিযান চালিয়েছে ।অভিযানে নেমে বাজারের ব্যাপক অনিয়মের জন্য দুইটি দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক।

ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিশালগড় বাজারের বিভিন্ন ফাস্টফুড, মিষ্টির দোকান ও ফলের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। মূলত বাজারের বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযানে নেমে বেশ কয়েকটি দোকানে ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। এদিন মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি করার জন্য একটি বেকারি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই বেকারির মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি এদিন অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ২টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরকম অভিযান আগামীদিনে জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গৌরনগর বাজারে ২৫টি দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ গৌরনগর বাজারে অস্থায়ী ২৫ টি দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলা হয়। জানা যায় , কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেকবার সেই সকল দোকানীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে সেই অস্থায়ী দোকানগুলি সেখান থেকে যাতে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু মহকুমা প্রশাসনের কথায় ওরা পাত্তা দেয়নি। ওরা ওদের মতো করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল।

আজ এক প্রকার বাধ্য হয়ে কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসন সেই অস্থায়ী দোকানগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। দোকানিরা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে জানায় , আমরা বিগত অনেক বছর ধরে সেখানে দোকান দিয়ে আসছি। পাশাপাশি এই দোকান দিয়ে আমরা সংসার প্রতিপালন করে আসছি। হঠাৎ করে আমাদের দোকানগুলি ভেঙ্গে ফেলার কারণে আমরা রাস্তায় বসে পড়েছি।

তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন ,আমাদের যাতে একটি স্থায়ী শেড নির্মাণ করে দেওয়া। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন এডিশনাল এসডিএম নবকুমার জামাতিয়া, গৌরনগর আরডি ব্লকের ভিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী, ডিসিএম সঞ্জয় দে, গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব থেকে শুরু করে কৈলাশহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এডিশনাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ১ লক্ষ ৩১ হাজার ঘর পেতে চলেছে রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ১ লক্ষ ৩১ হাজারের অধিক ঘর পেতে চলেছে ত্রিপুরা ।

আজ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং জির সাথে সাক্ষাতে ত্রিপুরার কল্যাণে সর্বদা আন্তরিক দৃষ্টি রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আবাস যোজনার সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ তে প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরাবাসীর আকাঙ্ক্ষার সরকারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আনিত প্রতিটি বাস্তবিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

পরকীয়া প্রেমের জেরে নির্যাতিতা গৃহবধূ থানার দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। পরকীয়া প্রেমের জেরে বাধ্য হয়ে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় এফ আই আর করল এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্রাইম ব্রাঞ্চে কর্মরত দিলীপ সরকার নামে এক ব্যক্তি অন্য মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে আছে।

প্রতিনিয়তই নাকি দিলীপ সরকারের স্ত্রীর উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়। পাশাপাশি টাকা-পয়সার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। বাধ্য হয়ে দিলীপ সরকারের স্ত্রী মল্লিকা বিশ্বাস সরকার আইনের রাস্তা অবলম্বন করেন এবং আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেন।

বিশালগড়ে দিন দুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে হাত সাফাই করল চোরের দল। দিনদুপুরে বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলা নতুনপল্লী এলাকার বাসিন্দা দীনমজুর সুকুমার সাহার ঘরে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সুকুমার সাহা জানিয়েছেন, তিনদিন আগে তিনি জিরানিয়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে তাঁর প্রতিবেশীরা বাড়ির গেইট ও দরজা খোলা দেখতে পান। সাথে সাথে প্রতিবেশীরা তাঁকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে গিয়ে তিনি দেখতে পান চোরের দল হানা দিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। চুরির ঘটনা থানায় জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাড়ি বাড়ি কাজ করে দশ হাজার টাকা জমিয়েছিলেন।

কংগ্রেস দলটাই অস্থির ঃ পাপিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। গতকাল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন বিজেপি দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের দলে বরণ করে নিচ্ছে। তারই পাল্টা হিসাবে আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয় সাংবাদিক ডেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহার বক্তব্যের তুলো ধোনা করলেন প্রদেশ বিজেপির সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত।

তিনি বলেন এটা সম্পদ নয় যে জোর করে আনা যায়। মানুষের মন বিশ্বাস আস্থা ওপর বিশ্বাস করে বিজেপি। তাই বিজেপিতে প্রতিদিন বিরোধী দল ছেড়ে মানুষ যোগদান করছে। বিজেপিতে যারা যোগদান করছেন তাদের প্রত্যেকে দল যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিচ্ছে। মানুষও বিজেপির উপর এই ভরসা রেখে অন্য দল ছেড়ে বিজেপিতে শামিল হচ্ছে। বিজেপিতে অসন্তোষ বলে কিছু নেই। তাই বিজেপি আজ দুই থেকে ৩০৩ এসে পৌঁছেছে। অথচ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। ৪০০ থেকে নেমে ৫২ তে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের অসন্তোষকে ধামাচাপা দিতেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজেপির উপর দোষ চাপিয়ে দিতে এই ধরনের উক্তি করে যাচ্ছেন। আসলে তিনি কংগ্রেস কর্মীদেরই অপমান করছেন। যারা একসময় কংগ্রেস করতেন তাদেরই তিনি নেশা কারবারি, সমাজদ্রোহী, দুর্নীতিগ্রস্ত ,বলে আখ্যায়িত করছেন।

প্রদেশ বিজেপি সম্পাদিকা এও বলেন আশিস বাবুরা একটা জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না। প্রথমে বলছেন কারা যোগদান করছেন আমি দেখিনি। আবার কিছুক্ষণ পরে বলছেন যারা যোগদান করছেন তাদের জোর করে বিজেপিতে আনা হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের যে অস্থিরতা সেটা শুধু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, খারিজ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও কর্মীর বিরুদ্ধে ৭ লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন সোনামুড়া রাঙামাটির বাসিন্দা মঞ্জু বিবি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ খারিজ করেছেন।

মঞ্জু বিবির অভিযোগ, ২০১৯ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সোনামুড়া শাখায় তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্টে একসাথে ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ে আলপু মিয়া নামে এক ব্যাঙ্কের কর্মী তথা মঞ্জু বিবির প্রতিবেশীর হাতে ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। আলুপ মিয়া বলেছিলেন, তাঁর দেওয়া সাত লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ৮ বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে।

তাঁর আরও অভিযোগ, তৎকালীন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও নাকি ওই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। আজ সকালে তিনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন টাকার খোঁজ নিতে। কিন্তু ব্যাঙ্কের তরফ থেকে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই।

এবিষয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহিলাকে জানিয়ে দিয়েছেন মঞ্জু বিবির স্বামীর অ্যাকাউন্টে কোনদিন ৭ লাখ টাকা জমা দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক কর্মী আলপু মিয়া টাকা নেওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন ।অন্যদিকে বর্তমান ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের জানিয়েছেন, মঞ্জু বিবির সাত লক্ষ টাকার জমা দেওয়া কোনো ধরণের তথ্য ব্যাঙ্কের কাছে নেই।

ক্ষমতার লোভ নেই কংগ্রেসের ঃ খাড়গে

বিরোধীদের বৈঠককে ফলপ্রসূ বললেন মমতা ও কেজরিওয়াল

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই (হি.স.)।। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ ২৬টি বিজেপি-বিরোধী দলের দ্বিতীয় বৈঠক মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে সম্পন্ন হল। বিরোধীদের এই বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নয়। তাঁর মতে, ক্ষমতার কোনও লোভ নেই কংগ্রেসের। বরং সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং সামাজিক ন্যায়কে রক্ষা করাই দেশের প্রধান বিরোধী দলের লক্ষ্য বলে তিনি জানিয়েছেন।

এই বৈঠককে ফলপ্রসু বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বলেছেন, 'খুবই ভাল ও ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে...আজ আমরা যা আলোচনা করেছি, এর পরের ফলাফল হয়তো এদেশের মানুষের জন্য ভালো হতে পারে।' কেজরিওয়াল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী গত দশ বছর ধরে দেশ শাসন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, এত মুদ্রাস্ফীতি, এত বেকারত্ব সব ক্ষেত্রে। আমি মনে করি, এখনই সঠিক সময়, এই দেশের মানুষ তাঁর থেকে মুক্তি চায়, তাই সবাইকে একত্রিত হতে হবে।'

বিজেপি বিরোধী জোটের নাম হল 'ইন্ডিয়া'

মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে বেঙ্গালুরুর হোটেলে শুরু হয় বিজেপি বিরোধী দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২৭৫ ◘ ১৯ জুলাই ২০২৩ ইং◘ ২ শ্রাবণ ◘ বুধবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ম্যান্ডেলার স্বপ্ন আজও অধরা

বিশ্বের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতা ও মহান রাষ্ট্রনায়কদের একজন হইলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জাতির পিতা ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি এক মহান অবিসংবাদিত নেতা ও বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ। তিনি বর্ণবাদ নির্মূল তথা জাতীয় ঐক্যের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহার অক্লান্ত সংগ্রামের ফলেই অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে।

ম্যান্ডেলার দাদা ছিলেন একজন রাজা এবং বাবা ছিলেন টেম্বু উপজাতির গোত্রপ্রধান। জন্মের ৮ বছর বয়সেই তিনি বাবাকে হারান। পরে তাহার গোত্র প্রধানের পরিচর্যায় বড় হন। তাহার শৈশবকাল কাটে দাদুর বাড়িতে। তিনিই তাহার পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি স্কুলে পড়াশোনা করিয়াছেন। স্কুলে পড়িবার সময় তাহার শিক্ষিকা মদিঙ্গানে তাহার ইংরেজি নাম রাখিয়াছিলেন "নেলসন"।

নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ই ১৯৪৪ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিয়া যুব লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকান নির্বাচনে বর্ণবাদে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করিবার পক্ষপাতি আফ্রিকানদের দল ন্যাশনাল পার্টি জয়লাভ করে। ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসিবার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে নেলসন ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি প্রথম থেকেই অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৫ সালে জনগণের সম্মেলনেও তাহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

তাহার সকল প্রকার সভা-সমাবেশ ও ছয় মাস পর্যন্ত জোহানেসবার্গের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর ম্যান্ডেলা এএনসির নতুন সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ পরিচালিত প্রথম আইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার ১৯৫৬ সালের ৫ ডিসেম্বর ম্যান্ডেলাসহ ১৫৬ জন বর্ণবাদবিরোধী কর্মীকে দেশদ্রোহিতার মামলায় গ্রেফতার করে। সুদীর্ঘ ৫ বছর ধরিয়া মামলা চলিলে সব আসামী নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং ১৯৬১ সালে সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের দীর্ঘদিন ধরিয়া চলাতে থাকা নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন সফল হইবে না বলিয়া ম্যান্ডেলা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বাছিয়া নিয়াছিলেন। বর্ণবাদভিত্তিক আন্দোলনের কারণে ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করে জোহানেসবার্গের দূর্গে আটকাইয়া রাখা হয়। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস নেলসন ম্যান্ডেলা। তাঁহার অহিংস রাজনীতির আদর্শ ও বর্ণবাদীবিরোধী সংগ্রাম তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া পৃথিবীবাসীর হৃদয়ে চিরঞ্জীব, চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। একটি কল্যাণকর ও ন্যায়নিষ্ঠ জাতি গড়িবার ক্ষেত্রে তাহার মূল্যবোধ, ত্যাগ ও সংগ্রাম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চায়েত ভোটকে আক্রান্ত মহিলারাও, তথ্যানুসন্ধানে কলকাতায় এল ৫ সদস্যের দল

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে মহিলাদের উপর হিংসার ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে বিজেপি সাংসদ সরোজ পান্ডের নেতৃত্বে দলের পাঁচ মহিলা সাংসদের দল ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার ৫ সদস্যের এই দল কলকাতায় এসে পৌঁছয়। দমদম বিমানবন্দর থেকে তারা প্রথমে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের গিলাবাড়ি, কালিতালি ও হাদিপুর কলোনীতে হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এরপর যাবেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায়, এই জেলার বারুইপুরে দলের জেলা কার্য্যালয় ও শেষে কলকাতার মাহেশ্বরী ভবনে গিয়ে আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা।

ফাইনালে মেজাজ হারিয়ে নেটে র‍্যাকেট ছুড়ে মারার জন্য জোকোভিচের শাস্তি

লন্ডন, ১৮ জুলাই (হি.স.): উইম্বলডনের রোমাঞ্চকর ফাইনালে হারের পর শাস্তির মুখে পড়লেন নোভাক জোকোভিচ। ম্যাচের এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ছুড়ে মারায় জরিমানা করা হল সার্বিয়ান তারকাকে। আজ জানিয়েছে উইম্বলডন কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার পর আম্পায়ার ফার্গুস মার্ফি সঙ্গে সঙ্গেই সীমা লঙ্ঘনের জন্য জোকোভিচকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রানার্সআপ হওয়ায় জন্য এই সার্বিয়ান তারকা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ১১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড। সেখান থেকেই জরিমানার ৬ হাজার ১১৭ পাউন্ড কেটে নেওয়া হবে।

খরচ অতিরিক্ত ! বাজেট বৃদ্ধিতে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে চাইছে না অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৮ জুলাই (হি.স): কমনওয়েলথ গেমসের (২০২৬) আয়োজক ছিল অস্ট্রেলিয়া। হওয়ার কথা ছিল ভিক্টোরিয়ায়। কিন্তু বাজেট বেড়ে যাওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে চাইছে না। শুরুতে গেমসের বাজেট দেওয়া হয়েছিল ১৫ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু তা বাড়তে বাড়তে ছুঁয়েছে আকাশ।

সারা বিশ্বে যখন মন্দা চলছে, তখন আগামী কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করার জন্য খরচ পড়ছে ৩৪ হাজার কোটিরও বেশি। যা মোটেও খরচ করতে রাজি নয় আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া। তাই আগামী কমনওয়েলথ গেমসের ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিতার মুখে। হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে আসায় জন্য প্রবল চাপে পড়েছে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন।

জীবন বোধ থেকেই মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন জরুরি

রিপন আল মামুন

বর্তমান যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় প্রকৃতির যেসব বিষয় আমাদের কাছে খুবই রহস্যপূর্ণ ছিল, সেগুলোর সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বিজ্ঞান আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমরা দৈনন্দিন নানা সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হই। আর আমাদের এসব সমস্যার ভিন্নতা ভেদে বিজ্ঞানেরও কিছু আলাদা সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের সর্বশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত শাখাটির নাম হলো মনোবিজ্ঞান। পদার্থবিদ্যা যেমন প্রকৃতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রসায়ন বিভিন্ন মৌলের পারস্পরিক পরিবর্তন এবং জীববিজ্ঞান শারীরতত্ত্বের ওপর কাজ করে, ঠিক তেমনি মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুধ্যান করে থাকে।

তবে অনেকেরই মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে। তাদের ধারণা, মনোবিজ্ঞানের কাজ শুধু মন নিয়ে এবং মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মুখ দেখেই তার মনের কথা বলে দিতে পারেন। তারা হয়তো জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এটা জানে না, মনোবিজ্ঞান অনুমাননির্ভর কিছু বলে না। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোও এটা যথেষ্ট তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে পরীক্ষা ও গবেষণামূলক একটি বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'psychology গ্রিক শব্দ psyche থেকে logos থেকে 'psychology' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'psyche' অর্থ 'আত্মা' এবং 'logos' শব্দটির অর্থ 'জ্ঞান'। এখানে মনোবিজ্ঞানের সার্থক নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এটি আত্মা উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্দীপনা, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় আচার-আচরণ বলে থাকি, সে সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনার সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক একটি বিজ্ঞান। বর্তমানে এটি বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি শাখা হলেও উনিশ শতকের আগে মন-সম্পর্কীয় সব অধ্যয়ন দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দার্শনিকেরা মানসিক আচার-আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কেবল অনুমান করেছিলেন। মন সম্পর্কে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে গণ্য করেন। প্রথমে মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান, পরে মন ও চেতনার বিজ্ঞান এবং বর্তমান কালে আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বর্তমানে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসেবে স্থান অর্জন করে নিয়েছে। আর এর পেছনে উইলহেম উন্ড, উইলিয়াম জেমস, সিগমুন্ড ফ্রয়েডসহ বহু মনোবিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টা রয়েছে। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রসার হচ্ছে।

একজন মানুষকে নিজের জন্য হলেও মনোবিজ্ঞানের অন্তত প্রাথমিক পাঠটুকু নেওয়া দরকার। আমাদের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কার্যকলাপের ওপর আমাদের আচরণের প্রভাব রয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব আচার-আচরণ করে থাকি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা, পর্যবেক্ষণ এবং তার সম্ভাব্য ফলাফলগুলো মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়। তা ছাড়া আমরা মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া এবং আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারি। এটি মানুষের মনের কার্যকলাপ, সংগতি, বিচ্ছিন্নতা, অনুভূতি ও মানসিক সমস্যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে।

মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ক্ষেত্র হলো মানসিক বৈকল্যতা, অর্থাৎ অস্বাভাবিক আচার-আচরণ নিয়ে। চারপাশে তাকালে আমরা এই বিষয় খেয়াল করতে পারি যে কিছু মানুষের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক, অর্থাৎ মানসিকভাবে তারা বিকারগ্রস্ত। এই যে সমাজে যারা মানসিক বৈকল্যের শিকার, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সেবার জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হতে হয়। কেননা, সমাজের বড় একটা অংশকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর এ জন্য মনোবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার অবশ্যই প্রয়োজন।

তা ছাড়া মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি, সমাজ, সর্বোপরি রাষ্ট্রের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর জন্য মনোবিজ্ঞানের কিছু আলাদা আলাদা শাখা গড়ে উঠেছে। যেমন ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞান, কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিল্প মনোবিজ্ঞান, পরিবেশগত মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান, জৈব মনোবিজ্ঞান, উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাখা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে আমাদের জীবনযাত্রা আরও অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

মনোবিজ্ঞানকে জীবনঘনিষ্ঠ একটা বিজ্ঞানও বলা চলে। এটি সরাসরি মানুষকে নিয়ে কাজ করে। মানুষের আচার-আচরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচকতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে ব্যক্তির সব সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এটি আমাদের জীবনবোধকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। মানুষের আচরণ যে কত রহস্যমূলক, সেই রহস্যলোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে মনোবিজ্ঞান আমাদের ভিন্ন দৃষ্টিকোণে জীবনকে বুঝতে শেখায়। আর এ জন্য শুধু শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, একজন সমৃদ্ধ মানসিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই আমাদের মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা জরুরি।

হারিয়ে গিয়েছে লড়াই শুরুর প্রথম ঠিকানা

বিশেষ প্রতিবেদন।। বাড়ির বৈঠকখানায় পরিপাটি করে রাখা বই, খাতা। ছোট ছোট মেয়েরা পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়ছে। মন দিয়ে লক্ষ করছেন এক সাহেব। কিন্তু এইটুকু মেয়েদের কি সব সময় পড়ায় মন বসে! ঘটনা বুঝে সাহেব করলেন এক কাণ্ড। নিজে ঘোড়া সেজে ছোট ছোট শিশুদের ডাকলেন তাঁর পিঠে বসার জন্য। পড়া ছেড়ে সাহেবের পিঠে বসতে হবে শুনে প্রথমে ইতস্তত করলেও, পরে জড়তা ভেঙে যায় শিশুদের।

কিছু ক্ষণ পরেই দেখা গেল ঘোড়া সেজে সাহেব শিশুদের পিঠে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, "আমি ঘোড়া তুমি মেম।"

শুধুই কি ঘোড়া সাজা! যখনই বেথুন সাহেব তাঁর এই স্কুলে পড়াশোনার খোঁজখবর নিতে আসতেন, সঙ্গে আনতেন নানা রকম খেলনা। বিলি করে দিতেন শিশুদের। আর স্কুলের শিক্ষকদের বলতেন, "শিশুদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা শেখান, পণ্ডিত।"

সময়টা ১৯৪৯ সাল। ৭ মে স্কুলের পথ চলা শুরু হয়েছে মাত্র ২১ জন শিশুকে নিয়ে। স্কুলের ঠিকানা ৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট। স্কুলের নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। স্কুল চালু করেছেন তখনকার শিক্ষা সংসদের সভাপতি বেথুন সাহেব। তাঁর একটাই চিন্তা। কী ভাবে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যায়।

৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে যাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় এই ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল চালু হল, সেই দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাহেবের ঘোড়া সাজার কাণ্ড দেখে মজা করে হাসেন আর অবাক হয়ে যান। বাচ্চা মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য এই আশ্চর্য প্রচেষ্টা আগে কখনও এই দেশে চোখে পড়েছে কি?

মেয়েদের স্কুল তৈরির উদ্যোগে পিছিয়ে ছিলেন না সমাজ সংস্কারক দক্ষিণারঞ্জনও। শুধু নিজের ৫৬ নম্বর বাড়ির বৈঠকখানাই নয়, নিজের লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরির পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের বইও তিনি স্কুলকে দান করে দিয়েছিলেন।

বেথুন সাহেব আর দক্ষিণারঞ্জন ১৭৫ বছর আগে আমাদের দেশে নারীশিক্ষার জন্য যে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, তা অচিরেই নিবে যেত, যদি না তাঁরা পাশে পেতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষদের বলছিলেন বর্তমানের বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা সংহিতা চক্রবর্তী। বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ১৭৫ পূর্তি উপলক্ষ্যে সংহিতা স্কুলের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন। তাঁকে বিস্তর গবেষণা করতে হয়েছে। সংহিতা বললেন, "বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বেথুন সাহেবের নাম তো সবাই জানেন। কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষের নাম আড়ালেই থেকে গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও বেথুন স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রায় প্রথম থেকেই। এঁরা সবাই সে যুগে মেয়েদের স্কুল তৈরির করার জন্য ছিলেন একই পথের পথিক।"

যেমন রামগোপাল ঘোষের কথাই ধরা যাক। ১৮৪৮ সালে বেথুন সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের এক জন লিগাল মেম্বার হিসেবে। এর পর তিনি যখন শিক্ষা সংসদের সভাপতি হন, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ডিরোজিয়োর ভাবধারা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমাজ সংস্কারক রামগোপাল ঘোষের। রামগোপালও তখন শিক্ষা সংসদের সদস্য। রামগোপালকেই বেথুন সাহেব প্রথম মেয়েদের জন্য কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। এই বিষয়ে পরামর্শ করতে রামগোপাল তাঁকে নিয়ে যান তাঁর বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। কারণ তিনি জানতেন, দক্ষিণারঞ্জনও এ ব্যাপারে উতাহী।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রপৌত্র নরেন্দ্ররঞ্জন বর্তমানে থাকেন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এলাকায়। নিজের বাড়িতে বসে নরেন্দ্ররঞ্জন জানান, দক্ষিণারঞ্জন জন্মেছিলেন পাথুরিয়াঘাটায়। তিনি ভাবনাচিন্তায় ছিলেন সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। তিনি বর্ধমানের বিধবা মহারানি বসন্তকুমারীকে বিয়ে করেন। শুধু বিধবাই নন, বসন্তকুমারী ছিলেন অন্য জাতের এবং ওই বিয়ে হয়েছিল পুলিশ কোর্টে রেজিস্ট্রি করে। কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে তখন ভাবাই যেত না। ফলে তখন ওই বিয়ে নিয়ে সমাজে খুব আলোড়ন হয়েছিল। নরেন্দ্ররঞ্জন বলেন, "দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বন্ধু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক বার পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং থাকতে দেন। কৃষ্ণমোহন তখন খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছেন। কেন এক জন খ্রিস্টানকে বাড়িতে রাখলেন, এই নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বাবার মনোমালিন্য হয় এবং দক্ষিণারঞ্জনকে তাঁর বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেন। তখন থেকে দক্ষিণারঞ্জন এই ৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন।" নরেন্দ্ররঞ্জন জানান, রামগোপাল ঘোষ বেথুন সাহেবকে দক্ষিণারঞ্জনের কাছে নিয়ে আসেন। বেথুন সাহেবের কাছে মেয়েদের স্কুল খোলার প্রস্তাব শুনে দক্ষিণারঞ্জন এক কথায় রাজি হয়ে যান। যখন প্রশ্ন ওঠে, কোথায় খোলা হবে এই স্কুল, তখন দক্ষিণারঞ্জন বলেন, "কেন, আমাদের বৈঠকখানায় এতখানি জায়গা। এখানেই সাহেব খুলে ফেলুন না মেয়েদের জন্য স্কুল। পরে ছাত্রীসংখ্যা বাড়লে তখন না-হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে।" নরেন্দ্ররঞ্জনের কথায়, "একই ভাবধারার কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষার মহতউদ্দেশ্যে মেয়েদের স্কুল খোলার জন্য। আজ বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বেথুন সাহেবের সহযোদ্ধাদের নাম যেন আমরা ভুলে না যাই।"

দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। আর ১৮৫০ সালেই বিদ্যাসাগরকে স্কুলের সম্পাদক করে দেন বেথুন। তবুও আশঙ্কা ছিল, স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে না তো? সেটিই কলকাতার প্রথম মেয়েদের স্কুল নয়। তার আগেও স্কুল চালু হয়েছে। কিন্তু তখন মেয়েদের বাল্যবিবাহ চালু ছিল বলে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা কমে যেত।

স্কুল তো স্থাপিত হল। কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের পড়াবেন কারা? মেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে তখন সমালোচনার ঝড়। বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে বললেন, "পণ্ডিত, ওদের তুমি বই লিখে পড়াও। মাতৃভাষায় ওরা পড়বে। যে পাঠ্যক্রমে কোনও ধর্ম থাকবে না।"

১৮৪৯ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখলেন শিশুদের জন্য "শিশুশিক্ষা"-র প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ। শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা " পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল"। বিনা বেতনে পড়িয়ে আর শিশুশিক্ষার উপর বই লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি মদনমোহন। বেথুন সাহেবের স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়াতে তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা-কুন্দমালাকে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে, যেখানে তিনি নিজে শিক্ষক।

দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। আর ১৮৫০ সালেই বিদ্যাসাগরকে স্কুলের সম্পাদক করে দেন বেথুন। তবুও আশঙ্কা ছিল, স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে না তো? সেটিই কলকাতার প্রথম মেয়েদের স্কুল নয়। তার আগেও স্কুল চালু হয়েছে। কিন্তু তখন মেয়েদের বাল্যবিবাহ চালু ছিল বলে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা কমে যেত। বেথুন সাহেবের স্কুলে পড়লে মেয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাও ছিল। যদিও বেথুন বরাবরই জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার উপর।

রাতদিন শুধু স্কুলের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করতেন বেথুন। কিন্তু কখনও চাননি স্কুলের নাম তাঁর নামে হোক, চেয়েছিলেন স্কুলের নাম হোক রানি ভিক্টোরিয়ার নামে। রানির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নয়, বেথুন একে সরকারি স্কুল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাতে স্কুলের স্থায়িত্ব নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল-এর নাম রানি ভিক্টোরিয়ার নামে হলে এই স্কুল আর কোনও দিন বন্ধ হবে না।

নানা দোলাচলের মধ্যেই দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ির উঠোন থেকে ১৮৫০ সালের ৬ নভেম্বর হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ে এখনকার বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বেথুন সাহেব। ৬ নভেম্বর ১৮৫০। বেথুন সাহেব ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে অশোক গাছের চারা রোপণ করে। সে দিনও তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে স্কুলের নাম বলেছিলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।

এত গাছ থাকতে অশোক গাছের চারা কেন? বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা সংহিতা জানালেন, স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগে এক বার বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। গিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের জন্য বাড়ির যে মহিলারা রান্না করলেন, তাঁদের সে দিন উপবাস। মদনমোহন বেথুনকে বলেন, বাড়ির বৌরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের মঙ্গলকামনায় উপবাসী। এই ব্রত ভঙ্গ হবে অশোক গাছের কুঁড়ি খেয়ে। এই ব্রতের নাম অশোকষষ্ঠী।

সংহিতা বলেন, "এই কথা শুনে বেথুন সাহেব খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই অশোক গাছ আসলে ত্যাগের প্রতীক। যে মায়েরা সন্তানের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তাঁদের জন্য কে চিন্তা করেন! তিনি ঠিক করেন, যখন হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ের জমিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন সেখানে অশোক গাছের চারা পুঁতেই স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে।"

বেথুন সাহেবের স্কুলে মেয়েদের পড়তে যাওয়া নিয়ে তখনকার সমাজে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখে ফেললেন, "আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল/ ব্রতকর্ম করতো সবে/ একা বেথুন এসে শেষ করেছে/ আর কি তাকে তেমন পাবে।" এ সব উপেক্ষা করেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এক বছরের মধ্যে হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ে বেথুন স্কুলের স্থায়ী ভবনে পঠনপাঠন শুরু হয় ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বরে। তা অবশ্য দেখে যেতে পারেননি বেথুন সাহেব। ১৮৫১ সালের ১২ অগস্ট কলকাতাতেই প্রয়াত হন তিনি।

বেথুন চলে গেলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর রয়ে গেলেন বেথুনের স্বপ্ন পূরণ করতে। শোনা গেছে, রোগশয্যায় বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, "আমি থাকব না। কিন্তু আমার মেয়েরা, আমার স্কুলটা যেন না মরে, পণ্ডিত তুমি একটু দেখো।" বিদ্যাসাগর কথা দিয়েছিলেন বেথুনকে। বেথুন স্কুল ছেড়ে যাননি বিদ্যাসাগর। আঠারো বছর ধরে বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬২ সালে বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে যখন স্কুলের রিপোর্ট পেশ করেন, সেখানে তিনি স্কুলের নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল-এর পরিবর্তে উল্লেখ করেন বেথুন স্কুল নামে। এর পর থেকে বেথুন স্কুল নামেই পরিচিতি পায় স্কুল। কারণ বিদ্যাসাগরের সেই নামটিই বেশি উপযুক্ত মনে হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে যখন বেথুন কলেজ স্থাপন হয়, তখন স্কুলের নাম হয় বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। বেথুন সাহেব মৃত্যুর আগে তাঁর প্রায় সব কিছুই দান করে গিয়েছিলেন স্কুলকে। তার মধ্যে ছিল তাঁর ঘোড়ার গাড়িও। সেই গাড়িতে করেই তখন মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা ও বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হত। সেই গাড়িকে লক্ষ করে বর্ষিত হত নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপ, কোথাও কোথাও স্কুলগাড়িকে লক্ষ করে ছোড়া হত জুতোও। এ সব উপেক্ষা করেই তরতরিয়ে স্কুল চলতে থাকল। দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ির উঠোনে ২১ জন পড়ুয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল স্কুল। হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ে সেই স্কুল যখন উঠে এল, তখন বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ কমল না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত আর একটি কবিতায় মেয়েদের নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,/ এবি শিখে, বিবী সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।/ আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,/ আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।" স্কুলগাড়ির প্রতি টিটকিরি বন্ধ করতে বিদ্যাসাগর স্কুলের গাড়িতে বড় বড় করে লিখে ফেললেন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"। কন্যাদের যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দান করা উচিত। সংস্কৃত উদ্ধৃতি দেখে জুতো ছোড়া, বিদ্রুপ কিছুটা বন্ধ হল।

কিন্তু এই ঐতিহ্যশালী স্কুল যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেই ৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের ঠিকানাটাই তো হারিয়ে গিয়েছে জানালেন স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা শবরী ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "স্কুলের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওই ঠিকানাটা খোঁজার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি।" সত্যিই কি নেই ৫৬ সুকিয়া স্ট্রিট? ওই এলাকার পুরনো বাসিন্দা সুবল মিত্র জানান, "৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট বলে কোনও ঠিকানাই এখন আর নেই। সুকিয়া স্ট্রিট এখন আর আগের মতো বড় নেই। এখন আমহার্স্ট স্ট্রিটের যেখানে সুকিয়া স্ট্রিট মিশেছে তার উপরে তো কৈলাস বোস স্ট্রিট।"

বহু বছর আগে যদি কৈলাস বোস স্ট্রিটই ওই সুকিয়া স্ট্রিটের অংশ হয়ে থাকে, তা হলে সেখানকার ৫৬ নম্বর কৈলাস বোস স্ট্রিট-ই কি সেই ঠিকানা? সেখানে গিয়েও কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। সুকিয়া স্ট্রিটের কাছেই থাকেন স্থানীয় বাসিন্দা শঙ্করলাল সিংহ, বললেন, "সুকিয়া স্ট্রিটে কোথায় বেথুন সাহেবের স্কুল শুরু হয়েছিল তার খবর এখন আর কেউ রাখেন না। আমরা নিজেরাই কলকাতার ঐতিহ্য ভাঙতে মেতে উঠেছি। পুরনো বাড়ি ভেঙে প্রোমোটিং রাজ চলছে।" দক্ষিণারঞ্জনের প্রপৌত্র নরেন্দ্ররঞ্জন জানান, তিনিও অনেক খুঁজেছেন ৫৬ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট। ঠিকানাটা পাওয়া যায়নি। নরেন্দ্ররঞ্জনের প্রশ্ন, "শহরের এক ঐতিহাসিক জায়গার ঠিকানা কেন থাকল না? এখনও তো পুরনো নথি ঘেঁটে বার করতে পারে পুরসভা। এটুকু উদ্যোগ কি নিতে পারে না প্রশাসন?" ১৭৫ বছর আগে ঘোড়ার গাড়ি করে স্কুলে যেতেও মেয়েরা বিদ্ধ হত ব্যঙ্গবিদ্রুপে। সুকিয়া স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায়, রাস্তা দিয়ে স্কুটি চালিয়ে চলে গেল এক কলেজছাত্রী। ইতিহাস সাক্ষী, আজ জিতে গেছেন বেথুন সাহেব আর তাঁর সহযোদ্ধারা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাঁদের মশাল বয়ে নিয়ে চলেছে মেয়েরাও। শুধু হারিয়ে গেছে লড়াই শুরুর প্রথম ঠিকানাটা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিয়োগের দাবি, বিকাশ ভবনের গেটে বিক্ষোভে সামিল চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। মঙ্গলবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে আচমকা বিধান নগরে বিকাশ ভবনের ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এসএলএসটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর চাকরি প্রার্থীরা। পরে পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

আইনি জটিলতা কাটিয়ে ‘সুপার নিউমেরারি’ পোস্টে মেধা তালিকার সকলের নিয়োগের দাবি জানিয়ে এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরি প্রার্থীদের বিকাশ ভবনের গেটের সামনে এই বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

এর পর পুলিশের ব্যবস্থায় তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল বিকাশ ভবনে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। এই বিক্ষোভের কারণে বিকাশ ভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়। এক আন্দোলনকারী দাবি করেন, ‘আমরা এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরিপ্রার্থী। গত ৮৫০ দিনেরও বেশি গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছি। সরকার বারে বারে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু বারে বারে আমাদের শুধুই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সবাই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতির নামে প্রতারণা চলছে এবার।

সরকার সদিচ্ছা দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়োগের জন্য যে ছাড়পত্র সেটা সরকার করাচ্ছে না, বা সদিচ্ছা দেখাচ্ছেন না’। আজকে আন্দোলনকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের দাবি যে সুপার নিউমেরারি পোস্টে দ্রুত আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়পত্র এনে তাঁদের এই পোস্টে নিয়োগ দিন।

এই দাবি নিয়ে তাঁদের আজকের এই বিক্ষোভ বলে জানান আন্দোলনকারীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও এসএলএসটি-র চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে।

আর তা নিয়ে রণক্ষেত্র হয়েছে করুণাময়ী এলাকা।

এছাড়াও এক মাস আগে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা ধর্মতলায় তাঁদের বিক্ষোভস্থলের কাছে এসএসসি-র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, এসএসসি থাকলেও গত সাতবছর ধরে তাঁদের বিভাগে কোনও নতুন নিয়োগ হয়নি।

নিজেদের ভূমিকা পালনে এসএসসি ব্যর্থ, এমনটাই দাবি করে প্রতীকী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করেন চাকরিপ্রার্থীরা। অন্যদিকে কিছুদিন আগেই হাতে থালা, মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁরা। মহিলাদের পরনে ছিল কালো পোশাক। স্লোগান উঠেছিল, চাকরি চাই, অন্ন চাই। মেয়ো রোডে ধর্ণামঞ্চে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানান এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা।

বার হচ্ছে ভোট নিয়ে জেলায় জেলায় হরেক অনিয়ম

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। পঞ্চায়েত ভোট মিটে গিয়েছে। তারপরেও ব্যালট পেপার উদ্ধার অব্যাহত। মঙ্গলবারও নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স। আর সেই উদ্ধার ঘিরে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন রাজনৈতিক কর্মীরা।

মঙ্গলবার সকালে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাথাভাঙা নদীর ব্রিজের নিচে ভোটের ব্যালট পেপার পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর পথ অবরোধ শুরু করে বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, গণনার দিন বিডিওর নেতৃত্বে ব্যালট পেপার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যালট পেপারই উড়ে এসেছে।

এবিষয়ে কৃষ্ণগঞ্জের বিডিও কামালউদ্দিন আহমেদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও বিষয়টিকে পাত্তা দিতে রাজি নয় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। জয়কৃষ্ণপুর এবিএস বিদ্যাপীঠে ছিল গণনাকেন্দ্র। তার পিছনে পাটের জমিতে প্রচুর ব্যালট পেপার পড়ে থাকতে দেখেন কংগ্রেস কর্মীরা। ৬ নং জেলা পরিষদের কংগ্রেস প্রার্থী আয়েশা জুলেখার নামে ভোট পড়া ব্যালট পেপার উদ্ধার হয়। মেলে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রতীকে ভোট পড়া ব্যালট পেপার। এমনকী, ওই স্কুলের ভিতরে থাকা কস্তুরীবাই বালিকা বিদ্যালয়ের ডাস্টবিন থেকে পোড়া ব্যালট পেপার মেলে।

এর প্রতিবাদে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ইমাম হোসেনের নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করেন কংগ্রেস কর্মীরা। জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন সামশেরগঞ্জ থানার ওসি সুমিত বিশ্বাস। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে। ঘন্টা খানেক চলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সামশেরগঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও-ও। তিনিও বিক্ষোভের মুখে পড়েন।

বিক্ষোভ হয় মালদাতেও। গাজোল থানার সালাইডাঙা এলাকার এক বুথ থেকে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়। ৮ জুলাই অর্থাৎ ভোটের দিন গাজোল হাজিনাকু মহম্মদ হাই স্কুল ছিল ভোট কেন্দ্র। সেখানে তিনটি ব্যালট বাক্স গায়েব ছিল। এরপরই সেখানে পুনর্নির্বাচন হয়। এদিন সেখান থেকে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তিনটি ব্যালেট বাক্স উধাও হয়েছিল। পরে যার জন্য পুনর্নির্বাচন হয়। এখন সেগুলি উদ্ধার হয়েছে। বিজেপির জেলা পরিষদের প্রার্থী মিলন দাসের অভিযোগ, ভোটে হার বুঝেই ব্যালট বাক্স উধাও করে দিয়েছিল শাসকদল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

গোটা পুরুলিয়ায় পুনর্ভোটের আরজি হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ব্যালট পেপার অথবা ব্যালট বাক্সর খবর অহরহ আসছে কলকাতায়। দাবি উঠছে বিচ্ছিন্ন পুনর্ভোটের। মঙ্গলবার গোটা পুরুলিয়া জেলাতেই পুনর্নির্বাচন চেয়ে আবেদন বিজেপির। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিভজ্ঞানমের কাছে আবেদন করেছেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত।

তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত ভোট স্বচ্ছ হয়নি। ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। এই মর্মে ভোট প্রহসনের তদন্ত সাপেক্ষে পুনর্নির্বাচন চেয়ে বিজেপি সাংসদ আবেদন করেছেন আদালতে। তাঁর দাবি, নিরপেক্ষ কোনও সংস্থাকে দিয়ে ভোটের অনিয়মের তদন্ত হোক।

মঙ্গলবার একাধিক পঞ্চায়েত মামলা নিয়ে ক্ষোভ করেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিভজ্ঞানম। তিনি রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে বলেন, গত দেড় মাস ধরে গাদা গাদা পঞ্চায়েত মামলা হচ্ছে। সেসব মামলা শুনতে গিয়ে অন্য কোনও মামলা শোনা যাচ্ছে না। মানুষ ভাবছে, আমরা কাজ করছি না। আসলে আপনাদের পঞ্চায়েত মামলার ভিড়ে অন্য সব মামলা চাপা পড়ে যাচ্ছে। এরপরেও যদি আপনারা মামলার সময় নির্দিষ্ট করতে বলেন, সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আইনজীবীদের একাংশের তাঁদের মামলার শোনার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার আবেদনে বিরক্ত প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। পঞ্চায়েত ভোটের আগেও একাধিক মামলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল প্রধান বিচারপতিকে।

সোমবারই গুচ্ছ গুচ্ছ পঞ্চায়েত মামলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, আমরা কি কেবল পঞ্চায়েত মামলাই শুনে যাব? অন্য কোনও মামলা শুনব না? শুধু বিরোধী দলনেতাই ২৭-২৮ টি মামলা রয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, সব মামলা আমি উন্মুক্ত (রিলিজ) করে দেব।

এদিনই পঞ্চায়েত ভোটের মূল মামলার সঙ্গে এবার নতুন কিছু আবেদন জানিয়ে যুক্ত হচ্ছে কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতার মামলার সঙ্গে ওই আবেদনগুলিকে যুক্ত করছে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করুক আদালত। কংগ্রেসের দাবি, আরও ৩৫০০ বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিক আদালত। ২০ জুলাই সমস্ত মামলা একত্রে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ফ্ল্যাটে বিদেশিনী বান্ধবী, বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার চিকিৎসকের দেহ

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় একটি বহুতলের নীচ থেকে মঙ্গলবার কলকাতায় এক চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বহুতলেই ছিলেন চিকিৎসকের বিদেশিনী বান্ধবী। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিলেও নিশ্চিত হওয়ার মত কোনও তথ্য পুলিশ জানায়নি। পুলিশের মতে, ময়নাতদন্ত এবং বিশদ ফরেন্সিক পরীক্ষা না করে বলা যাবে না। মৃতের নাম শুভঙ্কর চক্রবর্তী (৩৭)। তিনি পেশায় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। সল্টলেকের সেক্টর ওয়ানের বাসিন্দা।

থাইল্যান্ডের এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল শুভঙ্করের। নেপাল ঘুরে মে মাসে কলকাতায় এসেছিলেন থাইল্যান্ডের পিনপিনাত ফ্রুয়েতানন (৪৩)। জানা গিয়েছে, সোমবার প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় এক আবাসনে গিয়েছিলেন শুভঙ্কর। সেখানেই ছিলেন তাঁর ফেসবুক বন্ধু পিনপিনাত। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন শুভঙ্কর। সেখানে মদ্যপানও করেন। এরপর রাত ১০টা নাগাদ বহুতলের নিচ থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার তাঁর।

পিনপিনাত জানিয়েছেন, শুভঙ্করের বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। এরপরই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছিলেন তিনি। বহুতলের মূল ফটক বন্ধ থাকায় ছাদ থেকে কার্নিস বেয়ে নামার চেষ্টা করেন। সেইসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে যান শুভঙ্কর।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও দুর্ঘটনা না কি খুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর পিছনে দায়ী থাইল্যান্ডের ওই মহিলা।

কিছু দিন আগে, কলকাতার অদূরে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনির ম্যান্ডেলা হাউস আবাসনে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আঙুল উঠেছে তাঁর সঙ্গী চিকিৎসকের দিকে। যদিও এই ঘটনার তদন্তে নেমে একটি সুইসাইড নোট ও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আত্মহত্যার মামলা দায়ের করে। অভিযুক্ত চিকিৎসক ব্যারাকপুর সেনা হাসপাতালে উচ্চ পদে কর্মরত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা প্রজ্ঞাদীপা হালদার (৩৭) নামে ওই চিকিৎসক বারাসত-১ ছোট জাগুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন।

মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে তদন্তে পুলিশের অনুমান। তদন্তকারীদের দাবি, বারাসতের দক্ষিণপাড়া শীতলাতলা রোডের বাসিন্দা প্রজ্ঞাদীপার সঙ্গে ওই সেনা-চিকিৎসকের সম্পর্কের সূত্রপাত চার বছর আগে, ফেসবুকের মাধ্যমে। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনির ম্যান্ডেলা হাউস আবাসনে তাঁরা থাকতেন। সেখান থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

নাবালিকা-সহ পাঁচ জনের শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার চিকিৎসককে

মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই (হি স)। নাবালিকা-সহ পাঁচ জনের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক চিকিৎসককে। সোমবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে। ওই চিকিৎসক শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কর্মরত। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি-সহ পকসো আইনেও মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ক’দিন আগেই রোগীদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে। এর ভিত্তিতে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এর পরেই শালবনি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ওই চিকিৎসককে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী বলেন, “অভিযোগ পাওয়ার পরেই তিন জনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে ডেপুটি-১, ডেপুটি-২ এবং নার্সিং হেলথ আধিকারিক রয়েছেন। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ ওই চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে।”

বিষয়টি নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, “শ্লীলতাহানির অভিযোগে সোমবার গভীররাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই চিকিৎসককে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।” অভিযোগকারিণীদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে সোমবার সকালে রাউন্ডে গিয়ে ওই চিকিৎসক এক নাবালিকা-সহ আরও চার জন মহিলার শ্লীলতাহানি করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিবারের লোকজন। শালবনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। হাসপাতালের বিএমওএইচ স্বর্ণালি দাস বলেন, “তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা স্বাস্থ্য দফতর নেবে।”

ভোট বয়কট সত্ত্বেও ভোটের হার ৯৫ শতাংশ, তদন্তের নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। ভোট বয়কট করেছিলেন ভোটাররা! অথচ সেই বুথে ভোটের হার ৯৫ শতাংশ।

ভোটারদের একাংশের বয়কটের পরেও ভোটের হার এত বেশি কী করে? মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং আইজিকে বিষয়টি অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এ বিষয়ে রাজারহাটের বিডিওকে তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ।

বয়কটের পরেও কী ভাবে ৯৫ শতাংশ ভোট পড়ল, সেই প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে রাজারহাটের বিডিওকে তলব করেছেন বিচারপতি সিংহ। তিনি জানিয়েছেন, এক জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়োগ করে ঘটনার অনুসন্ধান করবেন ডিজি এবং আইজি। আগামী ৩ অগস্ট রাজ্যের ডিজি এবং আইজিকে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

রাজারহাট এলাকার জাঙ্গা হাতিয়াড়া দু’নম্বর পঞ্চায়েতের আবদুল কালাম কলেজের একটি বুথের ঘটনা এটি। মামলাকারীর দাবি, স্থানীয় কিছু বিষয় নিয়ে ভোটাররা ভোট বয়কট করেন। যাঁরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই বুথেই দেখা যায় ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

সাধারণত, কোনও বুথে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লে, সেখানে প্রিসাইডিং অফিসারের থেকে খোঁজ নেয় কমিশন। দেখা হয়, কেন এত ভোট পড়ল। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পুনর্নির্বাচন হবে কি না। এই বুথের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল কি না, কমিশন সূত্রে জানা যায়নি।

বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার তুলতে এসে বাধা পেয়ে ফেরৎ গেল সিইএসসি

হাওড়া, ১৮ জুলাই (হি স)। অভিযোগ, ক্লাব বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। তাই ক্লাবের বিদ্যুৎ কেটে দেওয়ার পর বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার তুলতে এসেছিলেন সিইএসসি-র কর্মীরা। সেখানে ক্লাব সহ পাড়ার বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়তে হল বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের।

ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া আন্দুলে থানমাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চন্দ্রবাটি স্কুল মাঠ এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবি, মার্চ মাস থেকে সিইএসসি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ক্লাবের। কারণ ক্লাব নাকি বিদ্যুৎ বিক্রি করছে সেই কারণ দেখিয়ে সিইএসসি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং মোটা টাকা জরিমানা করে। যা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানায়। ক্লাবকে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। কয়েক মাস কেটে যাবার পর মঙ্গলবার সিইএসসি কর্মীরা ট্রান্সফরমার তুলতে আসেন।

এই নিয়ে এলাকাবাসীর একাংশ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ বাধা দেন। তাদের দাবি, সিইএসসি যে কারণ দেখিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করেছে তার প্রমাণ দিতে পারেনি। তাই ক্লাবের বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। তবে তাদের কাজ করতে পারবে এই দাবি নিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। সিইএসসি থেকে আধিকারিকরা এলেও ক্লাব ও গ্রামের মানুষেরা এক জায়গাতেই অটল ছিলেন।

ঘটনাস্থলে নাজিরগঞ্জ থানার পুলিশ আসে। তাদের কথা হয় এলাকাবাসীদের সঙ্গে। তবে এক কর্মীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, মূলত ৩টি কারণে বিদ্যুৎ কাটা হয়। তবে বিষয়টি তার জানা নেই, উচ্চ আধিকারিকরাই বিস্তারিত বলতে পারবেন বলে তিনি জানান।

দামছড়া থানার পুলিশের হাতে আটক দুই মাদক পাচারকারী

আগরতলা, ১৮ জুলাই (হি.স) : নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে দামছড়া থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ সকালে পশ্চিম আরকেপুর নাকা পয়েন্টে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ প্যাকেটে মোট ৬০০টি ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাথে এক যুবক ও যুবতীকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে অসম থেকে গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে অসম এবং ত্রিপুরার সংযুক্ত সড়ক পশ্চিম আরকেপুর নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। ওই সময় নাকা পয়েন্টে এএস১১এফ৪৪০০ নম্বরের গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ প্যাকেট ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ প্যাকেটে মোট ৬০০টি ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সাথে এক যুবক ও যুবতীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ বিজেপি-র

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসায় মঙ্গলবার তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তুলল বিজেপি।

ভিজেপি-র তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সাথে দেখা করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের দুটি পঞ্চায়েত এলাকায় উপস্থিত হয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আক্রান্ত নিপীড়িত দলীয় প্রার্থী, এজেন্ট, সাধারণ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পৈচাশিক অত্যাচারের কথা সবিস্তারে সোনার পর সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে মানব প্রাচীর গড়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার সাথে সাথে আইনি ও সার্বিকভাবে পাশে থাকার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মালদার গাজোলের ২০৭ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত ভোটের ফলের বাক্স গণনার জন্য খোলাই হয় নি। এইদিকে ফল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই হাস্যকর গণতন্ত্রের প্রতিবাদ করলেন গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। এ ছাড়াও বিজেপি কর্মীদের ওপর লাগাতার অত্যাচার এবং ব্যালট বাক্স না গুণে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার গাজোলের বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। মালদার গাজোলে ধরনা দিয়ে বিডিও অফিস তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে মাথাভাঙ্গা নদীর কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়া ব্যালট পাওয়ার পর বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, বোঝাই যাচ্ছে কিভাবে মানুষের রায়কে পাল্টে ফেলার চক্রান্ত করেছে তৃণমূল এবং রাজ্যের প্রশাসন।

বনগাঁর গাইঘাটায় পঞ্চায়েত ভোটের পরে সন্ত্রাস এবং ভোটের সময় গণনা কেন্দ্রে কারচুপির বিরোধিতা করে গাইঘাটা ব্লক অফিসে বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি জমা দিলেন বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের বাঁকড়া অঞ্চলে বিজেপি কর্মীরদের উপর চড়াও হয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বাঁকড়া অঞ্চলের পাথরকাটি গ্রামে বাঁশ লাঠি নিয়ে তাদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করা হয়। ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

এ ছাড়াও, নন্দীগ্রামের বলরামপুরের বিজেপি কর্মী শংকর প্রধানের পুকুরে বিষ ঢেলে প্রায় তার তিন কুইন্টালের মতো মাছ নষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল।

যদিও তৃণমূলের দাবি, এসবের কোনও ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল দায়ী নয়। ঘটনাগুলোর সত্যতা নিরেও সংশয় রয়েছে।

এবার তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে সাদা থান, এলাকায় শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নামখানা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : এবার তৃণমূল কর্মীর বাড়ির দরজার সামনে সাদা থান ও রজনীগন্ধার মালা। প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিরোধীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানার ব্লকের নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৫ নম্বর বুথের ঘটনা। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রুট মার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে তৃণমূল কর্মী তরুণ জানা ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দরজা খুলে বাইরে পা রাখতেই তাঁরা সাদা থানা পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সাদা থান ও রজনীগন্ধার মালা উদ্ধার করে। এবারের নির্বাচনে ওই বুথ থেকে জয়ী হন তৃণমূলের চম্পা বৈরাগী। আর এই তৃণমূল প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তরুণ জানা। পেশায় বাসের কন্ডাক্টর তরুণ এবারের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার থেকে শুরু করে বুথের সংগঠন মজবুত করার কাজ করেছিলেন। অভিযোগ, দলীয় প্রার্থী জিততেই বিরোধীদের আক্রোশের শিকার হয়েছেন তিনি। এর আগেও তিনি হুমকি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সোমবার রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ির সামনে সাদা থান ও রজনীগন্ধার মালা ফেলে প্রচ্ছন্নভাবে খুনেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মী তরুণ জানা বলেন, “আমি বাসের ডিউটি করতে যাই। স্নান করে ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখনই দেখি থান আর মালা পড়ে। আমার এলাকায় কিন্তু এরকম পরিবেশ নয়। আমার এলাকায় কোনও শত্রুও নই। রাজনীতিটা করি। তা থেকেই কিছু বলে মনে হচ্ছে।”

নামখানা ব্লকের তৃণমূলের সহকারী সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র বলেন, “আমি শুনেছি গোটা বিষয়টা। বিরোধীদের চক্রান্ত। পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। দোষীদের পুলিশ দ্রুত চিহ্নিত করুক। বিরোধীরা হেরে গিয়ে এসব কাজ করছে।” ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রুট মার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচন আবহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধীদের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছিল সাদা থান, রজনীগন্ধা ফুলের মালা। আর এ সবের অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের দিকেই। এ সব দেখে অনেকে বলতে শুরু করেন, বাম জমানার দৃশ্য ফিরতে চলেছে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে। তবে, ভোট মিটতে দেখা গেল উল্টো দৃশ্য।

খেজুরিতে থামছেই না হিংসা, এবার বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন

খেজুরি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির টিকাশিতে আবারও হিংসার ভয়াল ছবি। মঙ্গলবার বিজেপি নেতার বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের রাজনীতির দড়ি টানাটানি শুরু।

খেজুরি-১ ব্লকের টিকাশি গ্রামপঞ্চায়েত। গতকাল গভীর রাতে ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক গোপাল পালের বাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় খেজুরি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় তৃণমূলকে দায়ি করেছে বিজেপি। টিকাশী অঞ্চল তৃণমূলের দখলে যাওয়ায় সারা অঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, সোমবার স্থানীয় ছাতনাবাড়ি গ্রামে এক তৃণমূল কর্মীকে গাছে বেঁধে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। দগ্ধ ওই তৃণমূল কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় শাসকদল বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে। পাল্টা বিজেপি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল তত্ত্বকে সামনে দাঁড় করায়। বিজেপির অভিযোগ, সেখানে গিয়ে নেতারা গরম গরম কথাবার্তা বলেন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, খারিজ কর্তৃপক্ষের

আগরতলা, ১৮ জুলাই (হি.স) : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও কর্মীর বিরুদ্ধে ৭ লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন সোনামুড়া রাঙামাটির বাসিন্দা মঞ্জু বিবি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ খারিজ করেছেন।

মঞ্জু বিবির অভিযোগ, ২০১৯ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সোনামুড়া শাখায় তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্টে একসাথে ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ে আলপু মিয়া নামে এক ব্যাঙ্কের কর্মী তথা মঞ্জু বিবির প্রতিবেশীর হাতে ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। আলুপ মিয়া বলেছিলেন, তাঁর দেওয়া সাত লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ৮ বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে।

তাঁর আরও অভিযোগ, তৎকালীন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও নাকি ওই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। আজ সকালে তিনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন টাকার খোঁজ নিতে। কিন্তু ব্যাঙ্কের তরফ থেকে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই। এবিষয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহিলাকে

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হলুদের গুণেই কী ভাবে হবে মুশকিল আসান?

হাঁটতে গেলেই পায়ের আঙুলে ব্যথা, গোড়ালিতে ব্যথা কিংবা অস্থিসন্ধি ফুলে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা এমন উপসর্গ মাঝেমধ্যেই কাবু করে অনেককে। কর্মব্যস্ত জীবন, খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম যে সব অসুখকে আরও বড় আকারে ডেকে আনছে তার মধ্যে অন্যতম রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এই রোগের কারণে যে কেবল গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বাড়ে তা নয়, কিডনির সমস্যা ও ওবিসিটির মতো সমস্যাও শরীরে বাসা বাঁধে ইউরিক অ্যাসিডের হাত ধরে।

শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে মূলত হাড় ও কিডনির উপরেই বেশি প্রভাব পড়ে। খাওয়াদাওয়ায় একটু রাশ টানলেই এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব। তবে ইউরিক অ্যাসিডের উপসর্গ সম্পর্কে অনেকেরই তেমন কোনও ধারণা নেই। কোন উপসর্গগুলি দেখা দিলে আগেভাগে সতর্ক হবেন?

ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া মানেই কেবল ডায়াবিটিস নয়, ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেও এমন উপসর্গ দেখা যায়। শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে বার বার প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। শরীরে বাড়তি ইউরিক অ্যাসিডের কারণে প্রস্রাব থেকে বেরোতে পারে রক্তও। হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বাড়লে প্রস্রাবের সময় অনেকেরই জ্বালা করে। এই জ্বালা এতটা বেশি হয় যে, মানুষটি প্রস্রাবের বেগ এলেও অনেক সময় করতে চান না। এর থেকে কিডনিতে পাথরও হতে পারে। শরীরে এমন কোনও উপসর্গ দেখা দিলে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে হলুদ রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। হলুদে কারমিউমিন নামে একটি বিশেষ যৌগ থাকে যার প্রদাহনাশক গুণ রয়েছে। রোজের ডায়েটে তাই হলুদ রাখলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ব্যথার ওষুধ খেলে শরীরে বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাই ওষুধের পরিবর্তে রোজ কাঁচা হলুদ কিংবা হলুদ গুঁড়ো বেশি মাত্রায় খেয়ে দেখতে পারেন।

কী ভাবে খেলে উপকার পাবেন?

১) হলুদ চা: চার কাপ জলে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এ বার গ্যাস বন্ধ করে ওই মিশ্রণের মধ্যে আদার রস, লেবুর রস আর মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

২) দুধ হলুদ: দু''কাপ দুধ ভাল করে গরম করে নিয়ে তার সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। স্বাদ বৃদ্ধি করতে একটু গোলমরিচ কিংবা কেশর মিশিয়ে নিতে পারেন।

৩) কাঁচা হলুদ আর মধু: সকালে খালি পেটে কাঁচা হলুদ আর মধু খেলেও উপকার পেতে পারেন। খেতে সুস্বাদু না হলেও এই খাবার কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যকর।

ইউরিক অ্যাসিডেরর মাত্রা বাড়লে কেমন ডায়েট মেনে চলবেন?

ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে কফি, কোল্ড ড্রিংকস, মদ খাওয়া চলবে না। করা যাবে না ধূমপানও। পালংশাক, পুঁইশাক, ফুলকপি, মিষ্টিকুমড়ো, ঢ্যাঁরস, টমেটোর মতো সব্জি না খাওয়াই ভাল। পাশাপাশি, অতিরিক্ত প্রোটিন যেমন খাসির মাংস, সামুদ্রিক মাছ এড়িয়ে চলুন। বিভিন্ন রকম ডাল খাওয়াও ইউরিক অ্যাসিডের রোগীদের জন্য ভাল নয়। লেবু, মোসাম্বি, কমলালেবুর মতো টকজাতীয় ফল, চেরি, কাজু, মাখানা রোজের ডায়েটে রাখলে এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

কাজুবাদাম খেলে ওজন বেড়ে যায়

চিঁড়ে হোক বা গোবিন্দভোগ চাল, পোলাও রান্নায় হাত টেনে কাজুবাদাম দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু যাঁরা ওজন ঝরানোর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে কাজু ব্রাত্য। স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে খাবার খেলেও তার মধ্যে বিভিন্ন রকম বাদাম রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। তাঁদের মতে, এই বাদামের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

ওজন কমাতে গিয়ে এমন অনেক খাবারই বাদ দিতে হয়, যার মধ্যে চর্বি বা ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। অথচ গ্লুকোজ বা শর্করা ছাড়াও এই চর্বিজাতীয় খাবার থেকেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শক্তি উতন্ন হয়। যা সারা দিনের বিভিন্ন রকম কাজে এনার্জি জোগায়। তাই কাজুবাদাম খেলেই যে ওজন বেড়ে যাবে, এমন ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আবার, ওজনে প্রভাব ফেলবে না জেনে মুঠো মুঠো কাজুবাদাম খেয়ে ফেলাও কিন্তু কাজের কথা নয়। কাজুবাদাম খেতে হবে, তবে পরিমিত পরিমাণে। সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চাও করতে হবে। ওজন ঝরানোর মূল কথা হল ক্যালোরি পোড়ানো। যে খাবারই খান না কেন, সেখান থেকে শোষিত পুষ্টিগুণ সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ওজন ঝরানো সম্ভব নয়। শক্তির জোগান দেওয়া ছাড়াও আর কোন কোন উপকারে লাগে কাজুবাদাম? ১) কাজুবদামে প্রোটিনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এই প্রোটিন শক্তির জোগান দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও কাজুতে রয়েছে ভিটামিন সি, বি১ এবং বি৬। তাই পরিমিত পরিমাণে কাজু খাওয়া যেতেই পারে। ২) কাজুবাদামে রয়েছে কপার, আয়রন, ম্যাগলেশিয়াম, জিঙ্ক এবং পটাশিয়ামের মতো অত্যন্ত জরুরি কিছু খনিজ। যে খনিজগুলি শারীরবৃত্তীয় নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত। ৩) মন ভাল রাখতে সাহায্য করে সেরেটোনিন হরমোন। কাজুতে রয়েছে ''ট্রিপটোফ্যান'' নামক এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড, যা এই ''সেরেটোনিন'' হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। ৪) উদ্ভিজ্জ সমস্ত খাবারের মধ্যে কাজুতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট আসলে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।

৫) কাজুবাদামে রয়েছে "প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন" নামক এক ধরনের ফ্ল্যাভোনল। যা আসলে ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। চিকিতকেরা বলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি দিন গড়ে ১৫০ মিলিগ্রাম ফ্ল্যাভোনল শরীরে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতি দিন ৫ থেকে ৬টি কাজুবাদাম খেলে ওই পরিমাণ ফ্ল্যাভোনল পাওয়া যায় সহজেই।

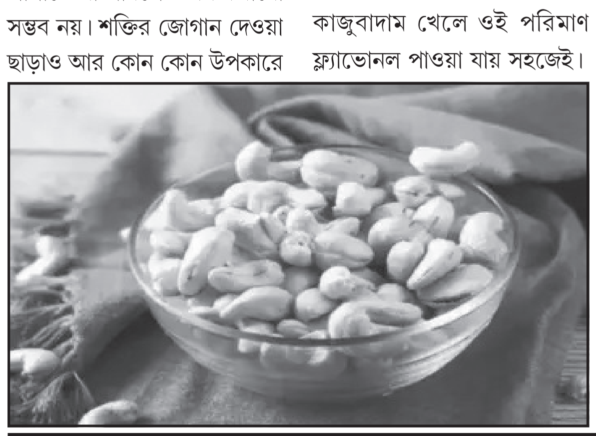

চায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর "টা" হতে পারে ভুট্টার কাটলেট

কাটলেট মানেই মাছ বা মাংস হতে হবে, এমন তো নয়। স্বাস্থ্যকর, খেতে ভাল এমন খাবার কি নিরামিষ কিছু হতে পারে না? পুষ্টিবিদেরা বলেন, একটা বয়সের পর প্রাণিজ প্রোটিনের উপর নির্ভর না করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে। এ ছাড়া যাঁরা মাছ, মাংস খান না, তাঁদের জন্যও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রয়োজন। এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অন্যতম একটি উত হল ভুট্টা।

ভুট্টা মানেই তো "পপকর্ন" বা ভুট্টা সেদ্ধ নয়। চায়ের আসরে ভুট্টা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন স্বাস্থ্যকর অথচ মুখরোচক খাবার ভুট্টার কাটলেট।

উপকরণ

ভুট্টার দানা: ৩ কাপ
সেদ্ধ করা আলু: ১টি
পেঁয়াজ কুচি: ২ টেবিল চামচ
ক্যাপসিকাম কুচি: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা কুচি: ২ চা চামচ
আদা বাটা: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
তেল: ভাজার জন্য
পাউরুটির গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) প্রথমে ভুট্টা মিক্সিতে বেটে নিন।

২) এ বার একটি পাত্রে ভুট্টা বাটার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন।

৩) এই মিশ্রণের মধ্যে পাউরুটির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন।

৪) এ বার মিশ্রণ থেকে পরিমাণ মতো নিয়ে কাটলেটের মতো চৌকো বা গোল করে গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে বাদামি করে ভেজে নিন কাটলেটগুলি।

৫) সস কাসুন্দি এবং স্যালাড সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুট্টা বা কর্ন কাটলেট।

মুখরোচক খাবার থেকে মিষ্টিমুখ

বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়লে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। সম্পর্কের সমীকরণ যেমনই হোক, বাড়িতে কেউ এলে খালি মুখে তো আর যেতে দেওয়া যায় না। আগে থেকে কেউ জানিয়ে এলে সুবিধা হয় বটে। খাবারদাবারের আয়োজন করে রাখা যায়। কিন্তু আচমকা কেউ চলে এলে, বাড়িতে যা থাকে, তা-ই দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়। তবে বাড়িতে যদি পাউরুটি থাকে, তা হলে চিন্তা না করলেও হয়। অতিথিকে পাউরুটি খাওয়াতে আপত্তি থাকতে পারে অনেকেরই। কিন্তু পাউরুটি দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় মনপসন্দ কিছু খাবার। রইল তেমন কিছু পদের খোঁজ।

উপমা

অতিথিকে চমকে দিতে সুজির বদলে পাউরুটি দিয়েই উপমা বানিয়ে নিতে পারেন। বানানো সহজ। সময়ও কম লাগে। উপকরণ বলতে সর্ষে, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ আর কুচনো পেঁয়াজ। পাউরুটিগুলি চৌকো করে কেটে নিয়ে বানিয়ে ফেলুন উপমা। চটজলদি এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর হবে না।

পাউরুটি পিতা

কোনও খুদে সদস্য থাকলে তাকে খুশি করতে পাউরুটি দিয়েই পিতা বানিয়ে দিন। তিন কোণা আকারে পাউরুটি কেটে সেঁকে নিয়ে উপরে চিজ, অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্স, গোলমরিচ ছড়িয়ে অভেনে এক বার বেক করে নিলেই তৈরি মজাদার এই পিতা।

দোসা

পাউরুটি দিয়ে কিন্তু দোসাও বানাতে পারেন। এই দোসার পুর বানাতে পারেন দই, স্ক্র্যাম্বেলড এগ দিয়ে। তার পর স্লাইস পাউরুটিকে দু''ভাঁজ করে পুর ভরে দিয়ে অল্প তেলে ভেজে নিলেই দোসা তৈরি।

পাউরুটির হালুয়া

শুধু নোনতা নয়, পাউরুটি দিয়ে মিষ্টিমুখও হতে পারে। পাউরুটি দিয়ে বানান হালুয়া। পাউরুটি ঘিয়ে ভেজে তার মধ্যে দুধ ঢেলে দিয়ে ফুটিয়ে নিন। তার মধ্যে কাজু, পেস্তা, কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। খেতে দারুণ হবে।

পাউরুটির পুডিং

লোভনীয় পুডিং তৈরি করতে পারেন পাউরুটি দিয়ে। দুধের সঙ্গে পাউরুটি ফুটিয়ে একেবারে থকথকে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন। তার মধ্যে ড্রাই ফ্রুটস, চকোলেট সস পেস্তা, দারচিনি ছড়িয়ে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পুডিং বেশ ভাল লাগবে।

টাটকা, সতেজ খাবারের আলাদা স্বাদ থাকে

মাংস হোক কিংবা মাছ, স্বাদ যদি ভাল না হয় মুখে রোচে না কোনও খাবারই। রাঁধুনি না কি মশলা, আসলে রান্না ভাল হয় কার গুণে, তা বোঝা দায়। রান্নায় হাতযশ আছে এমন অনেকেই খাবারে ঠিকঠাক স্বাদ আনতে পারেন না। আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল-মশলা দেওয়া সত্ত্বেও রান্না ভাল হয় না। আমিষ রান্না কিন্তু সহজ নয়। স্বাদ এবং গন্ধে রান্না সেরা হয়ে উঠবে তখনি, যখন কয়েকটি ভুল এড়িয়ে চলবেন।

ভাল করে না ধোয়া

মাংস, মাছ তো বটেই এমনকি ডিমও রান্নার আগে ধুয়ে নিতে হবে। এই খাবারগুলিতে একটা কড়া আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। ঠিক করে পরিষ্কার না করলে রান্নার পরেও সেই গন্ধ সহজে যেতে চায় না। তাই রান্নার আগে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।

ম্যারিনেট না করা

সময় বাঁচাতে অনেকেই ম্যারিনেট করেন না। এতে হয়তো কম সময়ে রান্না করে নেওয়া যায়। কিন্তু স্বাদের এ দিক-ও দিক হয়। তাই মাংস তো বটেই, এমনকি কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে মাছও ম্যারিনেট করে রাখা যায়। ম্যারিনেট করে রাখলে রান্নার সময়ে তেল-ঝাল-মশলা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারের মধ্যে ঢোকে।

খারাপ মানের মাছ, মাংস

বাজার থেকে কেনার আগে দেখে নেওয়া জরুরি যেগুলি কিনছেন, সেগুলি আদৌ টাটকা কি না। টাটকা, সতেজ খাবারের আলাদা স্বাদ থাকে। রান্নার পরেও মুখে লেগে থাকে সেই স্বাদ। বরফচাপা মাছ কিংবা আগের দিনের কেটে রাখা মাংস কখনও কিনবেন না।

বেশি ক্ষণ কষানো অনেকেরই ধারণা আছে যে, বেশি ক্ষণ কষালে বোধ হয় স্বাদ বাড়ে। এ ধারণা একেবারে ভুল। কারণ, বেশি আগুনের তাপে কোনও খাবার রাখলে আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেদ্ধ হয়ে গেলে আর বেশি ক্ষণ কষানোর দরকার পড়ে না।

আপনি যেভাবে বুঝবেন, আপনার মানসিক বিরতির প্রয়োজন

বর্তমান সময়ে কাজের চাপে কমবেশি সবাই মানসিক চাপে থাকেন। দীর্ঘ দিনের মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও ব্যাহত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য খুব বাড়তে থাকলে কিছুদিন ব্যস্ত জীবন থেকে বিরতি নিন।

এমন কিছু লক্ষণ আছে যাতে বুঝতে পারবেন মানসিকভাবে ভালো থাকবে আপনার বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। আপনি যদি সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করেন তাহলে বুঝবেন বিরতি নিতে হবে। ক্লান্তির কারণে দৈনন্দিন কাজ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যদি দেখেন সবসময় আপনার মেজাজ খিটখিটে, কাছের মানুষদের সঙ্গে বলতেও বিরক্ত লাগছে তাহলে বুঝবেন অতিরিক্ত মানসিক চাপের মধ্যে আছেন। এখন আপনার বিরতি নেওয়া দরকার। তা না হলে আপনার আচরণের কারণে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। মানসিক চাপ বেশি হলে বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন- মাথাব্যথা, পেশিতে টান এবং হজম সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি। আপনি যদি এই উপসর্গগুলির মধ্যে কোনটি অনুভব করেন তাহলে বুঝবেন কিছুদিন বিরতি নিতে হবে। তা না হলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। ঘন ঘন ঘুমের সমস্যা হলে বুঝতে হবে আপনি মানসিক চাপে আছেন। আপনার বিরতি নেওয়া দরকার। অপর্যাপ্ত ঘুম শারীরিক-মানসিক দুই ভাবেই ক্ষতি করে। যদি দেখেন যে বিষয়গুলি আপনি উপভোগ করতেন বা আপনাকে আনন্দ দিত সেসব কিছুই আর ভালো লাগছে না, তাহলেও বুঝবেন আপনি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার বিরতি নেওয়া প্রয়োজন।

এবার কলার প্যাক দিয়ে চুলের সমস্যা দূর করুন

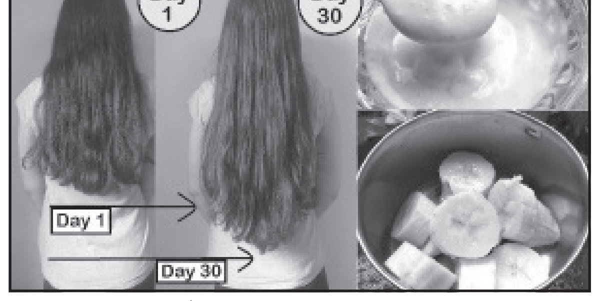

দূষণের কারণে বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের চুল রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চুলও ঝরে পড়ছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চুলের যত্ন নেওয়া জরুরি। যারা চুল নিয়ে নানা সমস্যায় ভূগছেন তারা কলা ব্যবহার করে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এতে থাকা পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন চুলের জন্য খুবই জরুরি। এছাড়াও কলা দিয়ে বানানো কিছু হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। একটা পাকা কলা চটকে নিন। এবার তাতে এক চামচ নারকেল তেল এবং এক চামচ নারকেলের দুধ মেশান।

এবার সবটা মিশিয়ে একটা পেস্ট বানান। এবার চুল শ্যাম্পু করে শুকিয়ে নিন। তারপর মাথার ত্বকে এবং পুরো চুলে এই প্যাক লাগান ভালো করে। তারপর ৩০ মিনিট এভাবে রাখুন। এরপর আবার শ্যাম্পু করে মাথা ধুয়ে নিন। নারকেল তেল চুলে পুষ্টি জোগাবে এবং চুল পড়া বন্ধ করবে। অন্যদিকে কলা চুলে আর্দতা জোগাবে। এতে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

এছাড়া একটি পাকা কলা চটকে নিন। তারপর দুটি ডিম দিন। এখন এক চামচ অলিভ অয়েল এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক বানান। এবার এটা স্ক্যাল্পসহ চুলে লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক চুলে পুষ্টি জোগাবে সঙ্গে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। দই চুল পড়া রোধ করে। একই সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখে। একটা পাকা কলা চটকে তাতে ২-৩ চামচ টক দই মিশিয়ে এই পেস্ট চুলের গোড়া থেকে নিচ পর্যন্ত লাগান। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু করে নিন। এতে আপনার চুল ভালো থাকবে।

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে চিরতরে বেঁকে যাবে আপনার মেরুদণ্ড

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে নানা ধরনের অসুখ হানা দিচ্ছে জীবনে। চিকিতা বিজ্ঞান যে রোগের নাম দিয়েছে "টেক্সট নেক"। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৮ শতাংশ মানুষ এই অসুখের শিকার। ৩৫ শতাংশ এই অসুখের কথা জেনেও সচেতন নন। আর প্রায় ২১ শতাংশ একেবারে অসুখের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন।

এই অসুখে মেরুদণ্ড চিরতরে বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, ঘাড় এবং গলার হাড় ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে তা চিরতরে ঝুঁকিয়ে দিতেও পারে। শরীর কত ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তার উপর নির্ভর করবে ঘাড় ও গলা কতটা ওজন বইবে। মাথা নিচু করে মোবাইল ঘাঁটার সময়ে ঘাড় মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকে।

এতে চাপ পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। দীর্ঘ দিন ধরে এমন চলতে থাকলে এক সময়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মেরুদণ্ড। ঘাড় বেঁকে যাওয়া, গলা এবং ঘাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া- এমন মারাত্মক কিছু পরিণতি হতে পারে। এ ব্যাপারে চিকিতকরা জানাচ্ছেন, এই অসুখ সারাতে হলে একটাই উপায়, তা হল মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানা। না হলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুখ থাবা বসাবে যে কোনো সময়ে। সারাক্ষণ এভাবে ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘাঁটতে নিষেধ করছেন স্বয়ং এর আবিষ্কারক কুপার। সত্তরের দশকে "মোটোরেলা ডাইনাট্যাক ৮০০০এক্স" মোবাইল ফোনটি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই যন্ত্র বদলে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে। আর সেই মোবাইল ফোনের অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং মার্টিন কুপার দিনে খুব অল্প সময় ফোন ব্যবহার করেন। কুপারের মতে, "জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে হবে।"

মনচলি চক্রবর্তী'র তিন'টি কবিতা

বাংলার বারোমাস

কাঁচা পাকা আম হাসে সবুজ
গাছের ডালে
মাস বৈশাখে,
সূর্যের দাবদাহ উতপ্ত করে
জৈষ্ঠ্যমাসের
দুপুরকে।
আষাঢ়ে ঘন কালো মেঘের
ভেলা
আকাশে করে খেলা।
শ্রাবণ মাসে ঝমঝম শব্দে
বৃষ্টির স্নিগ্ধ ধারা ঝরে।
কাঠ ফাটা রোদ আর তাল
পাকার গন্ধ বয়ে
ভাদ্র মাস আসে।
আশ্বিনে আগমনী গান শুনা
যায় মায়ের,
শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা
বাতাসে।
কার্তিকে গ্রাম বাংলার ঘরে
ঘরে
সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপ উঠে
জ্বলে।
অগ্রহায়ণ হাসে সোনার ধান
আলো করে
কৃষকের গোলা ভরে।
পিঠে পুলি আর খেজুর
গুড়ের পায়েসের
গন্ধে মন ভরে উঠে পৌষ
মাসে।
কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর
হিম শীতলতা
আনে মাঘ মাসের
ছোঁয়াতে।
ফাল্গুন হাসে বসন্তের
আগমনে
পলাশে আর আমের
মুকুলে।
সূর্যের তাপ আর চাতকের
পিপাসার সাথে
চৈত্রের গাজন চলে।
বারোমাসে বার পরব আর
বারোমাসে
বারো জাতের ফল ফুল
হাসে।
বারোমাস আসে বাংলার
বুকেতে
প্রকৃতির নতুন নতুন
রূপেতে।

শ্রাবণের বর্ষন

আঁধার ঘনালো
ঐ আকাশে মেঘের ঘন
ঘটা।
কালো মেঘে ওই বুঝি
ঢেকে গেছে সূর্যের ছটা।
ঘন ঘন মেঘের গর্জন,
শুরু শ্রাবণের মিষ্টি বর্ষন।
এসো এসো হে বর্ষা
অন্তরে বহিছে তোমারি
আশা।
শ্রাবণের বর্ষনে তৃপ্ত বসুন্ধরা
মনের আনন্দে জীবকুল
আত্মহারা।

মেঘলা আকাশ

মেঘলা আকাশ
মন আনচান
বিরহের বুঝি
হল অবসান
মেঘ গর্জায়
বুক দুরুদুরু
হৃদয় তুফান
এই বুঝি শুরু
এসো বরষন
ধুয়ে দাও মন
মুছে দাও আজ
বিষাদের ক্ষন
চাতকেরা হোক
পিপাসা মুক্ত
ধরনী তুমি হও
বরষ সিক্ত
অবগুণ্ঠন খুলেছে
যে আজ
মেঘবালিকার
অপরূপ সাজ।।

আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৮।। আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফর করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সেই সফরের সময় মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-২, ৬৫-কিলোমিটার খুলনা-মোংলা বন্দর রেলওয়ে লিংক, আখাউড়া (বাংলাদেশ) এবং আগরতলা (ভারত) রেলওয়ে লিঙ্ক উদ্বোধন করার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকার সরকারি গণভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ ঘোষণা দেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। পরে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট-২ এবং ৬৫ কিলোমিটার খুলনা-মোংলা বন্দর রেলওয়ে লিঙ্ক ভারতীয় এলওসির (লাইন অফ ক্রেডিট) অধীনে বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় অনুদানে নির্মিত হয়েছে আখাউড়া (বাংলাদেশ) এবং আগরতলা (ভারত) রেলওয়ে লিঙ্ক।

বৈঠকে ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনার অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে ভারত তাদের গ্রিডের মাধ্যমে ভুটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির অনুমতি দেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবস্থা নিয়ে সন্তোষ জানান উভয়েই। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে টাকা-রুপির বিনিময় ব্যবস্থা, সংযোগ, ভারতীয় এলওসির অধীনে চলমান প্রকল্প এবং অনুদান ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়। টাকা-রুপি বিনিময় ব্যবস্থার বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার উল্লেখ করেন, ক্রেডিট কার্ডের মতো দুই ধরনের কার্ড ইস্যু করা হবে। একটি রুপি কার্ড এবং অন্যটি টাকা কার্ড। তিনি বলেন, উভয় পক্ষই এ কার্ডগুলো ইস্যু করবে যাতে দুই দেশের মানুষ তাদের অর্থপ্রদানের জন্য এই কার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বিভিন্ন কাজে ভারতে যান এবং তারা কার্ডটি ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত করার উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ খুবই ইতিবাচক সাড়া তৈরি করেছে।

দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের সময় সারাবিশ্বের পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথের জন্য বিশেষ করে ভারত আওয়াজ তুলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রীর অ্যাম্বাসেডর এ্যাট লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, পিএমও সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার ড় বিনয় জর্জ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামপুরে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ৯৬.৪৪৫ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার দুই

গোসাঁইগাঁও (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও মহকুমাধীন শ্রীরামপুরে পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একটি টাটা সাফারি গাড়িতে করে গাঁজাগুলি পাচার করা হচ্ছিল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) হীরেনকুমার ডেকা জানান, তাঁর নেতৃত্বে আজ ভোররাতে ইপি ৫৩ এভি ৬৭১৯ নম্বরের একটি টাটা সাফারির গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে ৯৬.৪৪৫ কেজি নিষিদ্ধ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সৌরভ প্রতাপ সিং এবং দীপু কুমার নামের দুজনকে আটক করা হয়।

থানায় এনে পুলিশের জেরায় তারা জানিয়েছে, গাঁজাগুলি তারা রঙিয়া থেকে সংগ্রহ করে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সৌরভ প্রতাপ সিং এবং দীপু কুমারের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গাঁজাগুলি তারা রঙিয়ায় কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্য নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে দুই গাঁজা পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান এসডিপিও।

ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী ঃ প্রণয় ভার্মা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৮।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি। ভারত বর্তমানে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান ভারতীয় হাইকমিশনার।এ সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক বাণিজ্য আরও জোরদারের তাগিদ দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন।

মঙ্গলবার দুপুরে এফবিসিসিআই কার্যালয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এ তাগিদ দেন এফবিসিসিআই সভাপতি। এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দারুণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। তবে দুই দেশের বাণিজ্যকে আরও জোরদার করার সুযোগ রয়েছে। ভারতে রপ্তানি করার মত বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনাময় পণ্য রয়েছে যেগুলো ভারত বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে। বাংলাদেশ এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের তৈরি টাইলস, সিরামিকস পণ্য, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেলসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এই পণ্যগুলো বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অনেক সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, প্রয়োজনে সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ভারতের জন্য স্পেশাল ইকনোমিক জোন প্রতিষ্ঠা করতে পারে সরকার। সেখান থেকে পণ্য উৎপাদন করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এসময় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য শুরু করার জন্য দুই দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান এফবিসিসিআই সভাপতি।

সৌজন্য সাক্ষাতে আরও উপস্থিত ছিলেন, এফবিসিসিআইর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, পরিচালক সৈয়দ সাদাত আলমাস কবির, শাহ জালাল (বাচ্চু), প্রীতি চক্রবর্তী, সার্ক চেম্বারের সহ-সভাপতি শাফকাত হায়দার প্রমুখ।

নদীয়ায় নদীর ধার থেকে উদ্ধার ব্যালট পেপার

নদীয়া, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ভোটগ্রহণের প্রায় এক সপ্তাহ পর মঙ্গলবার সকালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে মিলল ব্যালট পেপার। উদ্ধার হওয়া ব্যালট পেপারে বিজেপি ও সিপিএমের প্রতীকে ছাপ মারা রয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে এক শিশু নদীর তীরে এসব ব্যালট পেপার পড়ে থাকতে দেখে। এ খবর ধীরে ধীরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি পঞ্চায়েত প্রধান ও স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিককে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, উদ্ধার হওয়া ব্যালট পেপারে সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী ও বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর নামের পাশে ছাপ মারা রয়েছে, সেই সঙ্গে স্বাক্ষরও রয়েছে। এগুলি গণনা কেন্দ্র থেকে লুট হওয়া বৈধ ব্যালট পেপার বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোটের পরেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ব্যালট পেপার। বিজেপির অভিযোগ, এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের জেতাতে বিডিও-র যোগসাজশে এভাবেই কারচুপি করা হয়েছে।

ভারতকে কৃতজ্ঞতা জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা,১৮ জুলাই (হি.স): জি-২০ সম্মেলনে আয়োজক দেশ ভারত বাংলাদেশকে 'গেস্ট কান্ট্রি' হিসেবে আমন্ত্রণ করায় দেশটির অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এছাড়া, সম্মেলনে সাইড লাইনে দুই দেশের অর্থমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, ভারতের গুজরাটের গান্ধীনগরে জি-২০ দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনে সাইড লাইনে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের শুরুতে ভারতের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে দুই দেশের অর্থমন্ত্রী বিশদ আলোচনা করেন। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের নাম ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রণালয় আরও জানায়, জি-২০ জোটে বাংলাদেশ সদস্য না হওয়া স্বত্বেও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে 'গেস্ট কান্ট্রি'র মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়োজক দেশ ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশকেই 'গেস্ট কান্ট্রি' হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এজন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে কানেকটিভিটি যত বাড়বে ততই দুই দেশের লোকজনের মধ্যে সম্পর্ক জোরালো হবে।

দুই দেশের অর্থনীতির এলাকায় সহযোগিতা বাড়ানোর জায়গাগুলো চিহ্নিত করে একযোগে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন নির্মলা সীতারমণ। এসময় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দেখতে ভারতের অর্থমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আহ্বান জানান মুস্তফা কামাল।

গুয়াহাটিতে উদ্ধার রঙিয়ার অপহৃত বালিকা, ধৃত মানব পাচারকারিণী

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটিতে মানব পাচারকারীদের কবল থেকে রঙিয়ার অপহৃত এক বালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার নয় (৯) দিন পর গুয়াহাটি মহানগরের গড়চুকে একটি বন্ধ চিলেকোঠা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে।

জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে গুয়াহাটির গড়চুক পুলিশের দল এবং ছাত্র সংগঠন এবিএমএসইউ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে রঙিয়া পুলিশ ওই চিলেকোঠায় হানা দিয়ে অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত সাহিদা বেগম নামের জনৈক মহিলাকে। সাহিদা বেগম অপহৃতা বালিকাকে অরুণাচল প্রদেশে বিক্রির প্রস্তুতি চালিয়েছেল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। জানা গেছে, ধৃত সাহিদা বেগমকে জেরা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.): ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভূমিসম্মান-২০২৩ পুরস্কার প্রদান করেছেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস আধুনিকীকরণ কর্মসূচির মূল উপাদানগুলির স্যাচুরেশন অর্জনে দুর্দান্ত কাজ করার জন্য ৯ জন রাজ্য সচিব এবং ৬৮ জন জেলা কালেক্টরকে তাঁদের টিমের সঙ্গে ভূমিসম্মান-২০২৩ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেন, ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করবে এবং মানুষ সহজেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এর মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিরোধও কমবে। রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। তিনি যোগ করেছেন, ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসারিত হয়েছে এবং এখন বিশ্বের মোট ডিজিটাল লেনদেনের ৪৬ শতাংশ ভারতে হচ্ছে।

সাহারা রিফান্ড পোর্টালের সূচনা করলেন অমিত শাহ, অর্থ পেতে সহায়তা হবে আমানতকারীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে সিআরসিএস-সাহারা রিফান্ড পোর্টাল চালু করেছেন। এই পোর্টালটি সাহারা গ্রুপের ১০ কোটিরও বেশি আমানতকারীদের তাঁদের অর্থ ফেরতে সহায়তা করবে। পোর্টালটি চালু করার পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'সাহারা গ্রুপের চারটি সমবায় সমিতিতে আটকে থাকা আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সাহারা রিফান্ড পোর্টাল চালু করার মাধ্যমে।'

প্রাথমিক পর্যায়ে রিফান্ড পোর্টালটি আমানতকারীদের ৫০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিতরণ করবে। প্রতিটি আমানতকারী প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা পেতে সক্ষম হবেন। রিফান্ডের পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের মতে, ৪ কোটি আমানতকারী রয়েছে যারা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়ার যোগ্য।

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'চারটি সমবায়ের সমস্ত ডেটা অনলাইনে রয়েছে... এই পোর্টালটি ১.৭ কোটি আমানতকারীদের নিজেদের রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করবে... প্রকৃত আমানতকারীরা তাদের অর্থ ফেরত পাবেন। আমানতকারীদের দাবির নিষ্পত্তি করা হবে...আমানতকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৫ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

দুলিয়াজানে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস উদ্ধার, আটক দুই

দুলিয়াজান (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত দুলিয়াজানের ভাদৈ পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস। এর সঙ্গে আটক করা করা হয়েছে দুই মাদক পাচারকারীকে। ধৃত মাদক পাচারকারীকে তিনসুকিয়া জেলার পেঙেরি এলাকার জিতু বরুয়া এবং হিমন্তবিশ্ব বরুয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ডিগবয় থেকে দুলিয়াজানে আসার পথে ভাদৈ পাঁচআলির নগাজান তিনআলির কাছে এএস ২৩ জে ৯৫৯৬ নম্বরের একটি রয়্যাল এনফিল্ড বাইকের গতিরোধ করে পুলিশ জিতু বরুয়া এবং হিমন্তবিশ্ব বরুয়ার হেফাজত থেকে নিষিদ্ধ ড্রাগস এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণে ব্যবহৃত বেশ কিছু আপত্তিজনক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উভয়ের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

তৃণমূলে যোগ দিলেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী

মেখলিগঞ্জ, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ভোট মিটতেই ভোলবদল। তৃণমূলে যোগ দিলেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী নান্নু রহমান। তার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭১ নম্বর বুথের ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী প্রার্থী নান্নু রহমান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিন সকালে তিনি মেখলিগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে আসেন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন।

নান্নু রহমান বলেন, "ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে জয়ী হয়েছি ঠিকই, কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকে থেকে তো আর গ্রামের উন্নয়ন করা যাবে না। তাই বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম।"

পরেশ বলেন, "আজ থেকে নান্নু আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়েছি।'

কামরূপের গরৈমারিতে ডাকাতি, ছুরিকাহত ব্যবসায়ী, জনতার হাতে ধৃত এক দুষ্কৃতী

কামরূপ (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : কামরূপ জেলার গরৈমারিতে সোমবার রাতে ভয়ংকর এক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। জনৈক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাহত করে ডাকাতের দল লুটে নিয়েছে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তবে স্থানীয় জনতা তেড়ে গিয়ে এক ডাকাতকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন। ধৃত ডাকাতকে জাহিরপুর গ্রামের কাইয়ুম আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গরৈমারির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনৈক আবুবক্কর সিদ্দিককে ছুরি দিয়ে আহত করে তাঁর হাত থেকে ডাকাতর দল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে টাকাগুলি। ডাকাতের দলে মোট পাঁচজন ছিল বলে জেরায় জানিয়েছে ধৃত কাইয়ুম আলি। সে নাকি বলেছে, টাকা ভরতি ব্যাগটি তাঁর অন্য সঙ্গীরা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত গরৈমারি বাজারে ব্যবসায়ী আবুবক্কর সিদ্দিকির হার্ডওয়ার দোকান আছে। গতরাতে গরৈমারি বাজার থেকে ভাউরিয়াভিটায় স্বগৃহে যাওয়ার পথে মহিমারি গ্রামে ডাকাতের দল তাঁকে আগলে ধরে ছুরিকাঘাত করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিমারি গ্রামে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় মানুষ ডাকাতদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করে কাইয়ুম আলি নামের একজনকে ধরে বেজায় উত্তম-মধ্যম দেন।

খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গরৈমারি থানার পুলিশ। ধৃত ডাকাতকে জনতার হাত থেকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে যায় পুলিশ। এদিকে ডাকাতদের আক্রমণে আহত ব্যবসায়ী আবুবক্কর সিদ্দিককে গরৈমারি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ভরতি করা হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শিলঙের পুলিশবাজারে গ্রেফতার ১৫ জন যৌনকর্মী

শিলং, ১৮ জুলাই (হি.স.) : শিলঙে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন যৌনকর্মী গ্রেফতার হয়েছে। গত রবি এবং সোমবার রাতে খিনডাইলাড (পুলিশবাজার)-এ অভিযান চালিয়েছিল পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা পুলিশ। পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার পুলিশ সুপার সিলভেস্টার নংটিঙ্গার জানিয়েছেন, পুলিশবাজার এলাকায় কতিপয় মেয়ে গ্রাহক ধরতে তাদের (গ্রাহক) উত্যক্ত করে। এ ধরনের কয়েকটি অভিযোগ পেয়ে গত রবি এবং সোমবার সন্ধ্যারাতে মহিলা পুলিশ কমান্ডো 'মেঘাশক্তি' বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ জন যৌনকর্মীকে আটক করে থনায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত ১৫ জনের বিরুদ্ধে 'ইমমরাল ট্র্যাফিকিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট'-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, সোমবার সন্ধ্যায় মটফ্রান, পুলিশবাজার, মাউবলি, নংরিম হিলস, লাইটুমখ্রা বাজার, মাওলংঘাট, উরকালিয়ার, আপার শিলং, পলো, মাওবাহ, ঝালুপাড়া ও আপার মাওপ্রেম সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ১১২ লিটার আইএমএফএল ও ৭৪০ লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নদীর পাড়ে বেড়াতে এসে জলে ডুবে ছাত্রের মৃত্যু

হাওড়া, ১৮ জুলাই (হি স)। স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। তা না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে নদীর পাড়ে বেড়াতে এসে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে উলুবেড়িয়া থানার ফুলেশ্বরের বৈকণ্ঠপুরে। মৃত ছাত্রের নাম মহম্মদ নিজামুদ্দিন। বাড়ি হাওড়ার পিলখানা এলাকায়। মৃত কিশোর হাওড়া হাট হাই স্কুলের ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অমাবস্যার কোটাল থাকায় মঙ্গলবার দুপুরে নদীতে ভরা জোয়ার ছিল।দুপুরে স্কুল ড্রেস পড়ে ৬ কিশোর বৈকণ্ঠপুর শ্মশান এলাকায় নদীর পাড়ে নামে। এরপর এক কিশোর নদীর পাড়ে গাছের নিচে প্যান্ট জামা জুতো খুলে স্কুলের ব্যাগ রেখে নদীতে নামে। এরপরেই ওই কিশোর নদীর জলে তলিয়ে যায়।এদিকে এই ঘটনার পর মৃত কিশোরের সঙ্গে থাকা পাঁচ বন্ধু আতঙ্কে ট্রেন ধরে বাড়ি চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফুলেশ্বর স্টেশনে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ধরে ফেলেন। পরে পুলিশে খবর দিলে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই পাঁচ কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে উলুবেড়িয়া থানায় নিয়ে যায়।মৃত কিশোরের সঙ্গে থাকা এক কিশোর জানায়, মঙ্গলবার স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হলেও স্কুলে না গিয়ে ট্রেন ধরে তাঁরা ফুলেশ্বরে চলে আসে। এরপর কয়েক মিনিট পায়ে হেঁটে বৈকণ্ঠপুর শ্মশান চত্বর এলাকায় পৌঁছে যায়।ওই কিশোর আরও বলে, 'নদীর পাড়ে নামার পর তিন কিশোর একটু দূরে বসে থাকলেও নিজামুদ্দিন সহ আমরা তিনজন কিছুটা দূরে চলে যাই। এরপর নিজামুদ্দিন প্যান্ট জামা জুতো খুলে নদীতে নামে'। এরপর ওই কিশোর বলে, 'আচমকাই পা ফসকে নিজামুদ্দিন নদীতে পড়ে যায়। এরপরেই সে তলিয়ে যায়'।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

এসডিএম নবকুমার জামাতিয়া বলেন , সেই দোকানিদের জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এই পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একাধিকবার তাদেরকে আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম যে দোকানগুলি যাতে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু ওরা সরায়নি, যার কারণে প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

রাজ্যবাসী

● প্রথম পাতার পর

আবেদনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক দৃষ্টি এবং গিরিরাজ সিংয়ের প্রচেষ্টায়, টিনের ঘর আছে এমন পরিবারেরও এই ঘর প্রদানে ত্রিপুরার জন্য আংশীক শিথিলতা এনে রাজ্যে রেকর্ড পরিমান মাত্রায় ঘর বন্টিত হয়েছে।

অল্পতে রক্ষা

● প্রথম পাতার পর

যায় নয়ন। কিন্তু উক্ত ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরে যায় শিশুটি। ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় আহত স্কুল ছাত্র নয়নের পরিবারের লোকদের। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকেরা ছুটে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে আহত ছাত্রের মা। উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে অফিস টিলা দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ের নতুন পাকা বাড়ি তৈরী করা হয়েছে।

কিন্তু পাকা বাড়িটি এখনো উদ্বোধন না করেও বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন চলছে। এর মধ্যেই অতি নিম্নমানের কাজ করায় অনেকাংশে বৈদ্যুতিক লাইন সহ অন্যান্য জলের লাইন নস্ট হয়ে মরন ফাঁদের রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়টিকে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের রূপান্তর করা হলেও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোতে নজর নেই বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন কর্মকান্ডে রীতিমত নিন্দা জানাচ্ছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ের সিঙ্গিছড়ায় প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ খোয়াইয়ের পশ্চিম সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্গত ছন্দনীর কমিউনিটি হলে সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরোকে নাম উপলক্ষে একটি প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজননের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দাস , তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য, খোয়াই মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই প্রশাসনিক শিবিরে বিবাহের প্রমাণপত্র, এসটি এসসি ওবিসি সার্টিফিকেট, সহ অন্যান্য কাগজপত্র প্রদান করা হয় এদিনের এই প্রশাসনিক শিবিরে। আলোচনা করতে গিয়ে খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের উন্নতি কল্পে প্রশাসনিক শিবিরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে সাধারণ জনগন।

চাকমাঘাটে জনজাতি মোর্চার সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে গোটা রাজ্য জুড়েই শাসক দলের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানান প্রকারের সাংগঠনিক কর্মসূচি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শাসক দল নিজেদের অনুকূলে জনসমর্থন বৃদ্ধি করতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। এরকমই এক ছবি উঠে এলো মঙ্গলবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত চাকমাঘাট থেকে। চাকমা ঘাটের কমিউনিটি হলে বিজেপির খোয়াই জেলা জনজাতি মোর্চার ডাকে এক জেলাভিত্তিক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জনজাতি নেতৃত্ব ইন্দ্রানী দেববর্মা, বিজেপির কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি তপন নমঃ দাস প্রমুখ।

এদিনের এই সংগঠনিক সভায় আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা দাবি করে ২০১৪ সালের পর থেকে গোটা দেশের সাথে সাথে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ তথা জনজাতিদের আর্থ সামাজিক ব্যাবস্থার মান উন্নয়নে রকমারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে ২০১৮ এরপর থেকে জনজাতি থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক ব্যাবস্থার মান উন্নয়নে বর্তমান দেশের সরকার এবং রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে কাজ করে চলেছে বলে সাংসদ শ্রী ত্রিপুরা দাবি করেন। আগামী দিনে সঠিকভাবে কাজ করে সংগঠনিক কার্যাবলী সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে জন সমর্থনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করার জন্য আজকের এই সাংগঠনিক সভা থেকে রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বক্তারা বিশেষভাবে আবেদন রাখেন।

৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তেলিয়ামুড়ায় গড়ে তোলা হচ্ছে এগ্রি প্রডিউস মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তেলিয়ামুড়া এগ্রি: প্রডিউস মার্কেট"কে অত্যাধুনিক ও উন্নতিকরণের উদ্যোগ। আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে এর কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানায় ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এর জন্য মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া এগ্রি: প্রডিউস মার্কেট"টি পরিদর্শন করলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এবং তেলিয়ামুড়া এগ্রি: প্রডিউস মার্কেটের অফিস কক্ষে বিধায়িকার সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টর শরদিন্দু দাস, জয়েন্ট ডাইরেক্টর কাশীনাথ দাস, সুব্রত রায়, কৃষি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যরা।এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তেলিয়ামুড়া এগ্রি: প্রডিউস মার্কেটের উন্নয়নকল্পে। গত বিধানসভা নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া এগ্রি: প্রডিউস মার্কেট"কে আরো অত্যাধুনিক এবং উন্নত করা হবে। আর এর কাজ আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে বলে জানান বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

কেজরিওয়াল

● প্রথম পাতার পর

বৈঠক। একে-একে বৈঠকে যোগ দেন ২৬টি বিজেপি-বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। যোগ দেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, ডিএমকে প্রধান ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন প্রমুখ। বিরোধীদের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমরা এটা জানি যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, আমাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে এই পার্থক্য আদর্শগত নয়। এই পার্থক্যগুলি এত বড় নয়...।'

বৈঠক শেষে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, 'বর্তমানে আমাদের দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র নিয়ে খেলা হচ্ছে। এ দেশের বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। সেজন্য আমরা সবাই "আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া" বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।'জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে পাটনায় যে প্রক্রিয়া শুরু করেছি, তারই ধারাবাহিকতায় এই বৈঠক। আমি মনে করি এই দেশে যা কিছু ভুল হচ্ছে, বিশেষ করে যেভাবে সংবিধানকে ক্ষয় করা হচ্ছে এবং এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর বিরুদ্ধে সকল বিবেকবান দলকে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, 'এই বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা ভারতকে বাঁচাতে চাই, কারণ আমরা জানি ভারত কী। আমাদের দেশ প্রচণ্ড বহুমাত্রিক হামলার মধ্যে রয়েছে। দেশের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে হলে বাঁচাতে হবে!'ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছেন, 'বিজেপি সরকার দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে সে বিষয়ে আজকের বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ।'

আটক

● প্রথম পাতার পর

স্বামী-স্ত্রী,মোহাম্মদ সাহেব আলী বাড়ি বাংলাদেশের নরাই,চয়নিকা বেগম বাড়ি বাংলাদেশের জুগাইনা তিন বছরের মেয়ে,হাসি বেগম বাড়ি বাংলাদেশের জুগাইনা পাঁচ বছরের মেয়ে,তনু শেখ বাড়ি বাংলাদেশের ডুমরিয়া। তারা ভারতের আহমেদাবাদ শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানায় এক বাংলাদেশী নাগরিক। তাদের মধ্যে বিল্লাল শেখের একটা পা নেই এবং সে ক্যান্সারে আক্রান্ত।অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে কাজের সন্ধানে এসে কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় একটি হোটেল থেকে দুই যুবককে আটক করে পশ্চিম থানার পুলিশ। পুলিশ জানায় বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি এলাকা থেকে দুই যুবক অবৈধভাবে সাব্রুম এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং কাজের সন্ধানে কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় একটি হোটেলে যায়।সেখান থেকে দুই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে পশ্চিম থানার পুলিশ এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে পশ্চিম থানায়।।কি কারণে তারা ভারতে এসেছে কাজের সন্ধানে নাকি অন্য কোন রহস্য রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা এবং বিএসএফের টহলদারি থাকার সত্বেও কিভাবে দুই যুবক ভারতে প্রবেশ করেছে।

বিষপানে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ জুলাই।। ভালোবাসা মানে না শাসন বারণ, মানে না জাতি ধর্ম , ভালোবাসায়,অন্ধ হয়ে বয়সের ধার ধারে না।এমনই একটি ভালবাসার স্বপ্নের জালে আবদ্ধ হয়ে অল্প বয়সে বিবাহ হয় উত্তর কলমচৌড়া ১নশঙ্কর ধরের কন্যা গীপা ধরের সহিত একই পাড়ার অজয় বিশ্বাসকে ভালোবেসে বিবাহ করেন। ২০১৮ সালের ঘটনা তৎকালীন সময়ে মেয়ের বয়স বড় জোর ১৩-১৪ হবে এবং ছেলের বয়স ১৬ থেকে ১৭ হবে। ছেলের বাবা তথা ছ্যাতিয়ান্টলা নিবাসী, প্রমানন্দ বিশ্বাস ওই সময় তাদের দুজনের ভালোবাসা মনে প্রানে মেনে নেননি।এবং উনি বিবাহতে মত ছিল না কিন্তু মেয়ের এরকম অন্ধ ভালবাসা যে সে ছেলেকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং বাড়িতেও যাবে না এইরকম পরিস্থিতি র মধ্যে পালিয়ে আসে বিয়ে করবে তার কোন ভাবে বুঝতে পারিনি।কিন্তু বাধ্য হয়ে সামাজিকভাবে মেয়ের পরিবার মানতে বাধ্য হয়। তারপর সামাজিকভাবে পাড়াতেই বিয়ে হয়। বিয়ের দুই আড়াই বছর পর মেয়ের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান সৃষ্টি হয় বর্তমানে শিশু সন্তানের বয়স ১৭ মাস। বিয়ের দুই তিন বছর মোটামুটি ভাবে সংসার ভালোই চলছিল কোন অশান্তির কোন খবর নেই। তারপর হইতে ই পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয় বিশেষ করে মেয়ের বয়স এতটাই কম ছিল যে সে নিজের স্বামী এবং শশুর শাশুড়িকে বোঝার কোন বয়স নেই এবং সংসার কি সে নিজেই বুঝতে পারে না তাহলে শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্বামীকে কিভাবে বুঝাবে প্রায় সময় টুকটাক নিয়ে সংসারের ঝামেলা লেগেই থাকতো। অনেক সময় শাশুড়ি এবং বউ গীপাধরের সঙ্গে ঝগড়া হতো সেই ঝগড়া মীমাংসা করত শশুর প্রাবানন্দ বিশ্বাস এদিকে ছেলেকে মেন্টেন করতে না পেরে অবশেষে শেষ অবধি তাদেরকে সাংসারিক ভাবে আলাদা করে দেওয়া হয় তারপরও অশান্তি। গত ৯-৭-২০২৩ তারিখে কৃপা ধর নিজ বাড়িতে গাছের ওষুধ পান করে। অবস্থার বেগতিক দেখে বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে আগরতলা হাঁপানিয়া হসপিটাল এর রেফার করা হয়। অবস্থার বেগতিক দেখে হাঁপানিয়া থেকে জীবিত এর ব্যবহার করা হয় গত ৭ ২০২৩ ইং তারিখে গীতা দর মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ওই দিনই শেষ নিঃস্বার্থ ত্যাগ করেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ঐ দিনকার বিষপানের পেছনে মূল কারণ ছিল নিজ শিশুকে মা অতিরিক্ত মারার কারণে তখন শিশুর বাবা অজয় বিশ্বাস গীপাধরকে দু-চারটি চড় থাপ্পর মারে এবং মোবাইল নিয়ে উপর থেকে আচার মেনে মোবাইলটা ভেঙে দেয় তাকে কেন্দ্র করে বিষ পান এর ঘটনা। শঙ্কর ধর মেয়ের ভালবাসার কাহিনীকে কেন্দ্র করে এর আগে অভিমানে খুবই ইজ্জত মান সম্মান চলে গেছে বলে সে সাথী তিলা থেকে জাগা জমি বাড়িঘর বিক্রি করে আগরতলা বটজলা কল্যাণপুর পাড়া বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে সে ওই জায়গাতে থাকে। গীতা দরের মা শ্রীমতি স্বপ্না তোর দেব তিনি অভিযোগ করেন যে আমার মেয়েকে শাশুড়ি মিঠু বিশ্বাস এবং জামাতা অজয় বিশ্বাস শশুর প্রমানন্দ বিশ্বাস মিলে কলা কৌশল করে বিষ পান করতে বাধ্য করেন। সেই কারণেই নাকি উনার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে উনি এও বলেন যে প্রায় সময় বিভিন্ন জিনিসের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতো এবং জিনিসগুলি দেওয়ার জন্য বলতো। সুএ মোতাবেক সংবাদ প্রতিনিধি হিসেবে আমরা খবর পেয়েছি এই পরিবারের বিষপানের আত্মহত্যার মূলত কারণ একটাই সেটা হচ্ছে নাবালিকা বিয়ে এবং নাবালক বিয়ে করার কারণেই কেউ কাউকে মেনে নিতে পারেনি শশুর শাশুড়িকে বুঝাতে পারেনি যার কারণে আজকে দুটো সংসার চিরতরে বিসর্জন হয়ে গেল এবং ধ্বংসের পথে। ত্রিপুরা সরকার এবং প্রশাসক আইন বার বার আমাদের সমাজ দেশ রাষ্ট্রের সমস্ত সভবুদ্ধি নাগরিক এবং অভিভাবকদের অনুরোধ করছে যে আপনারা নাবালিকা বিয়ে দিবেন না এবং বিয়ে করাবেন না পরিণতিতে আজকে সেই কাহিনী মত অনেক ঘটনা ঘটছে রাজ্যে। উক্ত বিষয়টি নিয়ে মেয়ের মা শ্রীমতি স্বপ্নধর দেব কলম চৌড়া থানায় মামলার রজু করেন।তিনি এও আশাবাদী প্রশাসনের নিকট ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের যেন সাজা হয়। কিন্তু নিষ্পাপ শিশুটির কি অবস্থা হবে শিশুর ভবিষ্যতে বা কি হবে এই নিয়ে হাজার প্রশ্ন।

শিক্ষক স্বল্পতা সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত গোলাঘাটির প্রভাপুর এসবি স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। শিক্ষক স্বল্পতা সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত এডিসি এলাকার বিদ্যালয়। গোলাঘাটি বিধানসভার প্রভাপুর এস বি স্কুলে দীর্ঘদিন যাবত একাধিক সমস্যার ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগ এবং দুপুর বিভাগে সর্বমোট শিক্ষক রয়েছেন পাঁচজন তার মধ্যে প্রাথমিক বিভাগে চারজন এবং দুপুর বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক। সকাল দুপুর মিলিয়ে বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৪ জন। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দেখা গেছে দুটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একত্রিত করে ক্লাস করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে বেঞ্চের সমস্যা, রয়েছে সৌচালয়ের সমস্যা। সব মিলিয়ে এই প্রভাপুর এস বি স্কুলে পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দালান ঘরগুলো অনেক বছর আগের পুরনো, সেই দালান গুলির মেয়াদ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। প্রভাপুর এস বি স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার হাল এতটাই তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে যা বর্তমানে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা বড় দায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা বেন্স না থাকার কারণে মাটিতে বসেই শিক্ষা লাভ করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি জম্পুইজলা বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের কাছেও জানানো হয়েছিল, বিদ্যালয় পরিদর্শকের পক্ষ থেকে বিষয়টি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর পরেও শিক্ষা দপ্তর এই প্রভাপুর এস বি স্কুলের সমস্যা গুলি সমাধানে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। তাই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি সরকার যেন খুব দ্রুত প্রভাপুর এস বি স্কুলের সমস্যা গুলি সমাধানে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ডাইরেক্টরেট ইনস্টিটিউসনার ও মাইক্রো ফাইনান্সের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার বিলোনিয়া কলেজস্কয়ার অগ্নিবিনা কমিউনিটি হলে স্মল সেভিংস স্কিম এবং ব্যাংকিং বিভিন্ন স্কিমের উপর এক সচেতনতামূলক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথি বরণের পর চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে সেমিনারের শুভ সূচনা করেন অতিথিগণ। এইদিন অতিথিগণ আলোচনা রাখতে গিয়ে সরকারী স্কিমের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন এবং পাশাপাশি জনগনকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং পরিষেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিগণ।সেমিনার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সন্তোষ দাস, বিলোনীয়া মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, দক্ষিন জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, পুরপরিষদের চ্যায়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধি মনোজ কুমার কুলকার্নি, সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইনান্স স্কিমের এজেন্ট ব্যাংকের বিভিন্ন আধিকারিকগন সহ পৌর পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটির সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন এবং সচেতনতা শিবিরের বক্তাদের আলোচনা শুনেন এবং ব্যাংকিং পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় জানার চেষ্টা করেন উপস্থিত রিজার্ভ ব্যাংকের আধিকারিক এর কাছ থেকে।

অরণ্য সপ্তাহে উৎসবের মেজাজে মহা বৃক্ষরোপণ

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই (হি. স.) পরিবেশ দুষণ ! তার সঙ্গে বসন্তের ঝরা পাতায় আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করে বনানী। আর তাতেই পুড়ে খাক হচ্ছে কয়েক"শ হেক্টর বনভুমি। দহনজ্বালা নষ্ট হচ্ছে সবুজ অরণ্য, তার সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র। আগুনের ভয়ে সিটিয়ে বন্যপ্রাণ। সবুজায়ন বৃদ্ধিতে এবার উৎসবের মেজাজে মেগা বৃক্ষরোপণ করল দুর্গাপুর ও পানাগড় বনবিভাগ। দুর্গাপুর, কাঁকসা ও আউশগ্রামে লাগানো হল প্রায় ৭০ হাজার চারাগাছ।

কাঁকসা, আউশগ্রামের জঙ্গলমহল। শাল, পিয়াল, মহুয়া ছাড়াও নানাধরনের গাছ গাছড়ার সমাহার। গত ২০২০-২১ সালে করোনা আবহের লকডাউনে পরিবেশে দুষণ অনেকটাই কমেছিল। তার ফলে বহু বিলুপ্তিপ্রায় জীবজন্তুর প্রকাশ্যে দেখা মিলছে। প্রান ফিরে পেয়েছে জঙ্গলের জীব বৈচিত্র, বাস্তুতন্ত্র। জঙ্গলের আশেপাশে নেকড়ে, অজগর, ময়ূর, হুড়োল, সজারুসহ নানান পশুপক্ষী অবাধে বিচরন করতে শুরু করছে। বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে জঙ্গলে আগ্নিকান্ড অনেকটাই কমেছে। চলতি বছর কাঁকসায় নিল গাই"য়ের অবাধ বিচরণ করতে দেখা গেছে। কাঁকসার দেউল জঙ্গলে হরিণ, ময়ুর, ময়না, টিয়া সহ বিভিন্ন পশুপক্ষির আবাসস্থল। সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ওই বনাঞ্চলকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। নতুন করে কাঁকসার শিবপুর থেকে দেউল ট্রেকিং চালু হয়েছে। তবে বর্ষায় ট্রেকিং বন্ধ থাকে ওই জঙ্গলে। জঙ্গলের নির্জনতা ছেড়ে লোকালয়ে ময়ুর আসায় খুশী পরিবেশ প্রেমীরা। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতা কমেছে। পশুপাখিকে এখন আর কেউ আঘাত করে না। গ্রামে বাড়ির উঠনে ঘুরলে আনন্দ উপভোগ করে। বিলুপ্তিপ্রায় নেকড়ে, হায়নার অবাধ বিচরণ দেখা যাচ্ছে লাউদোহা ও খনি এলাকা পান্ডবেশ্বরে। গত কয়েক মাস ধরে হায়না ও ধূসর নেকড়ে বাঘ নজরে পড়ছে এলাকাবাসীর । সেই মতো জঙ্গলে নজরদারি শুরু হয়েছে। কাঁকসা, গোপালপুর, মলানদীঘি ও পাণ্ডবেশ্বরে পরিত্যাক্ত খনি এলাকায় বন সৃজনের ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব অস্বাভাবিক বেড়েছে। ওইসব জঙ্গলে হায়না ঘুরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি লাউদোহার মাধাইগঞ্জ এলাকায় নজরে পড়ে ধূসর নেকড়ে বাঘ। দুর্গাপুর লাগোয়া বনাঞ্চলে হায়না ও বিলুপ্তপ্রায় ধূসর নেকড়ে বাঘের দেখা মেলায় খুশি বনদফতর। আবার কাঁকসা ও আউশগ্রামের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর। দুর্গাপুর রেঞ্জের বনাঞ্চলে উপযুক্ত ও অনুকুল পরিবেশের কারনে হেড়োল, শেয়াল, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল, খরগোশ, সজারু, ময়ূর ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, পাখি সহ বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রাণী রয়েছে। পুর্ব বর্ধমান ডিভিশনের পানাগড়, দুর্গাপুর রেঞ্জে গত ৫ বছরে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করতে প্রায় ১০০০ হেক্টর জমিতে জঙ্গল তৈরী করা হয়েছে। ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়ায় নানান বিলুপ্তিপ্রায় জীবজন্তু আবারও ফিরে এসেছে। এছাড়াও ওই মাংসাশী প্রানীদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য জঙ্গলে মজুত থাকায় তাদের অনুকুল পরিবেশ হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার বনাঞ্চল বৃদ্ধি লক্ষ্যে চলতি বছর রাজ্যজুড়ে ২৫ লক্ষ চারাগাছ রোপনের উদ্যোগ নেয় রাজ্য বন দফতর। যার মধ্যে মঙ্গলবার দুর্গাপুর ও পানাগড় রেঞ্জ ৭০ হাজার বৃক্ষরোপন করে।

ধৃত দুই

● আটের পাতার পর

জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর আসে আজ সকালে আগরতলা থেকে আমবাসার উদ্দেশ্যে গাড়ি করে গাজা পাচার করা হবে। সেই মোতাবেক আমবাসা বেত বাগান নাকা পয়েন্টে পুলিশ উৎ পেতে বসে থাকে। তখন নাকা পয়েন্টে টিআর০১বিএফ০২৭৫ নম্বরের গাড়িকে আটক করে আমবাসা থানার পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৮৯ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। ৮৯ প্যাকেটে মোট ১০৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। সাথে গাড়ির চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে। ধৃত ২ জনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাচারকারী

● আটের পাতার পর

হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে অসম এবং ত্রিপুরার সংযুক্ত সড়ক পশ্চিম আরকেপুর নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। ওই সময় নাকা পয়েন্টে এএস১১এফ৪৪০০ নম্বরের গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ প্যাকেট ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ প্যাকেটে মোট ৬০০টি ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সাথে এক যুবক ও যুবতীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন করন্তি রিয়াং ও কবীর আহমেদ। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

মা

● আটের পাতার পর

পুলিশ অফিসার শিউলি দাস এবং উপস্থিত কিছু সাংবাদিকদের সহায়তায় মহিলা সহ দুটি শিশুর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে, তাদের নবীনগরস্থিত বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। দীন-দরিদ্র এ পরিবারটির দুটি সন্তানের জন্য এগিয়ে আসুক শিশু সুরক্ষা কমিশন , এগিয়ে আসুক এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা।

পাপিয়া

● প্রথম পাতার পর

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একই অবস্থা। তিনি বলেন কংগ্রেস দল না পেরেছি দলটাকে ঠিক জায়গায় রাখতে না পেরেছেন নিজেদের স্থির রাখতে। অর্থাৎ অস্থিরতায় ভুগছে কংগ্রেস এটাই বুঝাতে চেয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সম্পাদিকা।

পাপিয়া এও বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর আশীষ বাবু নাকি বার্তা দিয়েছেন বিজেপিতে যাদের অসন্তোষ তারা কংগ্রেসে চলে আসার জন্য। তার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাপিয়ার প্রশ্ন কোন কংগ্রেসে আসতে বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি? যে কংগ্রেস লাখ লাখ মানুষের ইচ্ছা ভাবনাকে পদদলিত করে সিপিএমের সঙ্গে জোট বেধেছে সেই কংগ্রেস। নাকি ৬০ মধ্যে ১৩টিতে সন্তুষ্ট থাকা কংগ্রেস। যারা নিজেদের নিয়ে ভাবেন দলের জন্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেন আগামী দিনে কেউই কংগ্রেস মুখী হবেন না। এক কথায় তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে দলের স্থিরতা নেই নিজেদের মধ্যেই অসন্তোষ সেই দলের প্রতি মানুষের মন বিশ্বাস ভালোবাসা কতটুকু থাকবে তা সময়ই বলবে।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

জেলা খোয়াই ধলাই এবং ঊনকোটিঅনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।তিনি বলেন, এটি স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করবে এবং মানুষ সহজেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, এর মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিরোধও কমবে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন যে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসারিত হয়েছে এবং আজ বিশ্বের মোট ডিজিটাল লেনদেনের ৪৬শতাংশ ভারতে হচ্ছে। আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

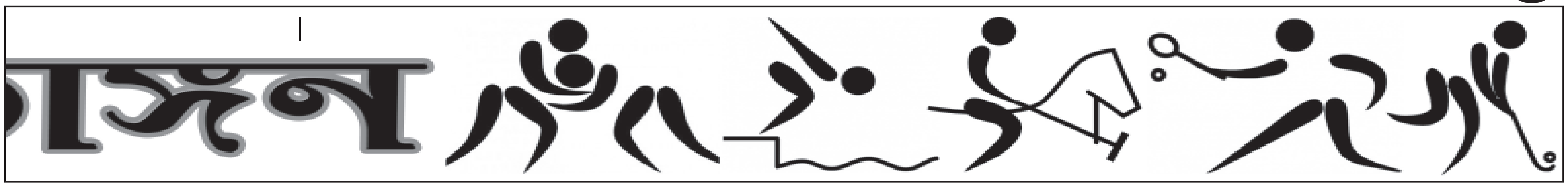

মহিলা ফুটবল : অনিতার জোড়া গোল
ইকফাইকে হারিয়ে প্রথম জয় চলমানের

চলমান-৪ ইকফাই-০

(অনিতা-২, পুনমদীতা, তানিয়া)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। অবশেষে ধরা দিলো জয়। আসরে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে। মঙ্গলবার মুখোমুখি হয়েছিলো আসরের দুই দুর্বল প্রতিপক্ষ। দুদলেই ছিলো একঝাঁক নতুন মুখ। ফলে খেলার মান কখনও উচু পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সুজন সরকারের দল চলমান সঙ্ঘ ৪-০ গোলে পরাজিত করে ইকফাই-কে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা ফুটবল লিগে। ম্যাচের বেশীরভাগ সময়ই বড় গড়ায় মাঝমাঠে। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া ইকফাই এর বালিকা ফুটবলাররা ৯০ মিনিটের ম্যাচে তেমন কিছু করতে পারেনি। আর তাঁদের ওই আক্রমণ চলমানের রক্ষণভাগে তেমন চিড় ধরাতে পারেনি। ফলে জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয় ইকফাই এর ফুটবলাররা। অপরদিকে কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করে সারা ম্যাচে ৬ বার গোলমুখি আক্রমণে যায় চলমান সঙ্ঘ।

আর ওই ৬ বারের মধ্যে ৪ বার বিপক্ষের জাল নাড়াতে সমর্থ হয়েছে। তবে প্রায় ৩১ মিনিট চলমানকে আটকে রেখেছিলো ইকফাই। এরপরই রক্ষণভাগে চিড় ধরে। আর ওই সুযোগে ৪ গোল করে নিজেদের প্রথম জয় আদায় করে নেয় চলমান। ৩২ মিনিটে অনিতা সরকারের গোলে এগিয়ে যায় চলমান। এরপর ৩৬ মিনিটে পুনমদীতা দেবনাথ, ৪২ মিনিটে অনিতা সরকার এবং প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে তানিয়া দাস গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় সারাক্ষণই রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলে চলমানের আক্রমণ রুখে দেন ইকফাই এর ফুটবলাররা। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী হলুদ কার্ড দেখামন বিজয়ী দলের সোনালি মালাকার-কে। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের অনিতা সরকার। ইকফাই এখনও জয়ের মুখ দেখেনি।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল জমজমাট
পুলিশকেও হারালো কল্যাণ সমিতি

কল্যাণ সমিতি: ৪ ত্রিপুরা পুলিশ: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। জয়ের ধারা অক্ষুণ কল্যাণ সমিতির। টানা চার ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে খেতাবের লক্ষ্যে এগোতে চাইছে কল্যাণ সমিতির ফুটবল দল। অপরাজিত কল্যাণ সমিতি আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান টিও ধরে রেখেছে। অন্ততপক্ষে আর দুটো ম্যাচ জয়ী হতে পারলে খেতাব অনেকটাই নিশ্চিত করে নিতে পারবে শহর দক্ষিণের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব কল্যাণ সমিতি। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের ১৩তম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার কল্যাণ সমিতি ৪-২ গোলের ব্যবধানে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় অব্যাহত রেখেছে। খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বিরাজ করলেও ৩৮ মিনিটের মাথায় লালরিয়াত রেঙ্গার গোলে কল্যাণ সমিতি ১-০তে লিড নেয়।

প্রথমার্ধের খেলার ইনজুরি টাইমে লালপেক্ট লুনুঙ্গা আরও একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুতে ফের লালরিয়াত রেঙ্গার আরেকটি গোল করলে ব্যবধান ৩-০ হয়। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এতক্ষণে যেন আক্রমণের চেহারা পাল্টে অনেকটা অলআউট খেলার প্রয়াস নেয়। অবশেষে ৬০ মিনিটের মাথায় সৈকত দেব এবং নয় মিনিট বাদে সুমেন ওরাং পরপর দুটো গোল করে ব্যবধান কমিয়ে দুই-তিন করে নেয়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের চেহারা আরও কিছুটা তীব্রতর হয়। তবে দু মিনিট বাদে ফিলিমন রিয়াং কল্যাণ সমিতির পক্ষে চতুর্থ গোলটি করলে ব্যবধান ৪-২ হয়।

অতঃপর আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী ১৯ মিনিটের খেলা চললেও কার্যত আর কেউ গোলের খোঁজ পায়নি। তবে এই সময়েই বিজয়ী কল্যাণ সমিতির লাল রামুয়ান পউইয়আকএ রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, কার্তিক দাস ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: ভারতরত্ন সংঘ বনাম মৌচাক ক্লাব, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

রেটিং দাবায় মিশ্র ফলাফল ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। মিশ্র ফলাফল করলো ত্রিপুরা। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আয়োধানা আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। ১১-১৬ জুলাই হয় আসর। ৯ রাউন্ডের আসরে পুরো ৯ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুজরাটের আনদকট কর্তব্য (২১২৪)। ত্রিপুরা থেকে ৭ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছিলো। ত্রিপুরার দাবাড়ুদের মধ্যে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির প্রাঞ্জল দেবনাথ সর্বাধিক সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ৭৮ তম স্থান দখল করে। এছাড়া মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অনুরাগ ভট্টাচার্য ৫ পয়েন্ট পেয়ে ১১৪ তম, রুদ্রনীল দেবনাথ ৪ পয়েন্ট করে ১৯৬ তম, রুদ্র মজুমদার ৪ পয়েন্ট করে ২৩৫ তম এবং শুভায়ন দাস ২ পয়েন্ট করে ৩১০ তম স্থান দখল করে। রাজ্যের অন্য দাবাড়ুদের মধ্যে সমৃদ্ধি ঘোষ ৪ পয়েন্ট পেয়ে ২১৩ তম এবং অভ্রনীল দে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ২৭৭ তম স্থান দখল করে। প্রসঙ্গত: আসের অংশ নিয়েচিলোন ৩৩০ জন দাবাড়ু।

টিসিএ : কটু মন্তব্যে মানহানির মামলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। এবার মানহানির মামলা। ঘটনা কয়েকদিন আগের। তবে টিসিএ বিশেষ করে সম্পাদক তাপস ঘোষ বিষয়টিকে হালকা ভাবে নিতে নারাজ। কয়েকদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ঘোষের নাম ব্যবহার করে যা ইচ্ছে তাই বলেছেন বলে অভিযোগ টিসিএ সচিব তাপস ঘোষের।

এই ইস্যুকে সামনে রেখে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের সুব্রত দে-র বিরুদ্ধে সচিব তাপস ঘোষ মানহানির মামলা করেছেন। কেস নম্বর ৬২/২০২৩। সিনিয়র ডিভিশন সিভিল জাজ কোর্টে উকিল কিশলয় রায় কর্তৃক মামলা দায়ের করেছেন। ২০ জুলাই এর অর্ডার বের হওয়ার পরবর্তী তারিখ উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মনগরে অনূর্ধ-১৬ ক্রিকেটারদের সিলেকশন ট্রায়াল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। তৃতীয় দিনে আজ ফের প্রস্তুতি ম্যাচ হয়েছে। সোমবার, দ্বিতীয় দিন বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও আজ প্রস্তুতি ম্যাচের ফয়সালাও হয়েছে। অর্কজিতের নেতৃত্বাধীন টিসিএ টিম-এ ইনিংস সহ ১১ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। যদিও জয় পরাজয় এই প্রস্তুতি ম্যাচে কোনও মানে রাখে না। কেননা ৩২ জন খেলোয়ারকে দু ভাগে ভাগ করে কোচ এবং স্পটাররা মূলতঃ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটারদের রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে ধর্মনগরে তিন দিনের এই প্রস্তুতি কাম সিলেকশন ম্যাচের আয়োজন করেছিল। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টিতে মাঠে খেলা সম্ভব হয়নি তবে কোচ খেলোয়াড়দের বিভিন্ন রকমের ট্রেণিং করিয়েছে প্রথম দিনের খেলায় ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি যে ভুল ত্রুটি গুলো হয়েছিল সেগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আজ, মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের খেলায় টিম-এ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৭ রান সংগ্রহ করে দলের পক্ষে অর্কজিৎ সাহা সর্বাধিক ৩৩ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিসিএ বি-দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিং ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা তারা কেটে উঠতে পারেনি। সবমিলে কোচেরাও চেষ্টা করে যাচ্ছেন ব্যালান্সড একটা টিম গঠন করার জন্য।

পাওয়ার লিফটিং দল গঠন কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। উত্তরাখন্ডে কাশিপুরে জাতীয় সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ৮-১৩ আগস্ট হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। আসরে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনী শিবির ২০ জুলাই। ওইদিন এন এস আর সি সি-র ভারোত্তোলন হলে সকালে সাড়ে ১০ টায় হবে নির্বাচনী শিবির। রাজ্যের বিবিন্ন জেলা থেকে শিবিরে অংশ নিতে ইচ্ছুক সিনিয়র খেলোয়াড়রা ওই দিন যথাসময়ে রাজ্য সংস্থার সহসভাপতি সঞ্জয় আচার্য-র কাছে রিপোর্ট করার জন্য সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ অনুরোধ করেছেন।

PNie-T NO;- 18/EE-1/2023-24, Dated 17/07/2023

The Executive Engineer, Division No-|, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 08-08-2023 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1483/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

Notice Inviting for short Quotation(2"@ Call)

As per Memorandum No.F. 1(1-76)-ICDS/SWE/2023(Voll-I1)/802(77) dated 16-05-2023 Sealed Quotations are hereby invited from the bonafide local Co- operative societies') ~SHGs/ PACS/ Mahila Mandal/ LAMPS/Village Communities/Supplier/Agencies for Utensils, Equipments, PSE Kits, Anganwadi Centres Register and Uniforms(As per list 1 to 5) for Anganwadi Workers and Helpers to the Office of the CDPO, Kailashahar Dist. Head Quarter ICDS Project, Gournagar, Unakoti Tripura for smooth running of 4 NOS. New Anganwadi Centre's as subjects to the following terms and conditions. The sealed quotation may be submitted to the undersigned up to -26/ 07/2023 up to 1 PM as per Annexure-A. The details process of the Quotation submission may be collected from the office of the undersigned

ICA/C-1475/23

(Lalringnema Darldng)
The Child Development Project Officer
Kailashahar Dist. H/Q':ICDS project
Unakoti Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24 Dated- 13-07-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of AppropriateClass registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 1.30P.M. on 27-07-2023 for the following work: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT. No:25/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 24,23,760.25	Rs.48,475.00	90 Days	Up to 1:30 P.M. on 03-07-2023.	At 2:00 P.M. on 03-07-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT. No:26/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 23,98,735.99	Rs.47,975.00	90 Days				
3	DNIeT. No:27/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 4,44,465.67	Rs.8,889.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

ICA/C-1471/23

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.
For and on behalf of the Governor of Tripura.

Press Notice Inviting e-Tender No: 11/EE/AGRI/W/2023-24

The Executive Engineer (West), Department of Agriculture & F.W, Agartala, West Tripura on behalf of 'Governor of Tripura' invites online percentage / item rate e-tender for the following works:

Sl No	Name of Work and DNIeT No	Estimated cost	Earnest money	Cost of tender form	Time for completion	Last date and time for documents downloading and bidding	Time and date of opening of bid
1	Setting up of integrated seed processing plant for distribution of quality seed materials to the farmers./ SH: Construction of i) seed processing plant, ii) De-humidified Go-down, iii) Non seed Go-down for seed processing plant, iv) office building, v) Drying floor, vi) toilet block, vii) car parking and internal road & viii) installation of 1(one) no SBDTW (150mm x 100mm dia nominal bore) with submersible pump set having capacity 2HP at SARS, A.D. Nagar under West Tripura District. DNIeT No- 31/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 1,19,63,912/-	Rs. 2,39,278/-	Rs. 4,000/-	18 (eighteen) months	Up to 15.00 hrs on 07-08-2023	At 15.30 hrs on 07-08-2023
2	Setting up of integrated seed processing plant for distribution of quality seed materials to the farmers./ SH: Construction of i) seed processing plant, ii) De-humidified Go-down, iii) Non seed Go-down for seed processing plant, iv) office building, v) Drying floor, vi) toilet block, vii) car parking and internal road & viii) installation of 1(one) no SBDTW (150mm x 100mm dia nominal bore) with submersible pump set having capacity 2HP at Teliamura Farm under Khowai District. DNIeT No- 32/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 1,19,63,912/-	Rs. 2,39,278/-	Rs. 4,000/-	18 (eighteen) months		
3	Development of Infrastructure facilities at Golirabari market under Jampuijala Agri Sub - Division, Sepahijala District (RIDF - XXVIII Scheme 2022 - 23) / S.H -Construction of Double storied Market (Market Shed at Ground Floor and Market Stall at First Floor), Construction of toilet Block and Installation of SBDTW at Golirabari market. DNIeT No- 34/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 1,11,56,928/-	Rs. 2,23,139/-	Rs. 4,000/-	12 (twelve) months		
4	Construction of Krishak Bandhu Kendra at Mohanbhog under Mohanbhog Agri. Sub-Division, Sepahijala District. DNIeT No- 36/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 55,26,687/-	Rs. 1,10,534/-	Rs. 4,000/-	18(eighteen) months		
5	Construction of Krishak Bandhu Kendra at Old Agartala Agri. Sub-Division. DNIeT No- 37/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 55,26,687/-	Rs. 1,10,534/-	Rs. 4,000/-	18(eighteen) months		
6	Construction of Krishak Bandhu Kendra at Lefunga Agri. Sub-Division. DNIeT No- 35/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 55,26,687/-	Rs. 1,10,534/-	Rs. 4,000/-	18(eighteen) months		
7	Construction of Krishak Bandhu Kendra at Bamutia Agri. Sub-Division. DNIeT No- 38/SE/AGRI/EE(W)/2023-24	Rs. 55,26,687/-	Rs. 1,10,534/-	Rs. 4,000/-	18(eighteen) months		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer (West)
Department of Agriculture & F.W
Agartala, West Tripura

ICA/C-1467/23

সন্ধান চাই

Ref :- Santirbazar PS Case No 2023STB018 Dated : 23/06/23 U/S 363 IPC

পাশের ছবিটি শ্রী সুব্রত দাস, বয়স-২৫ বৎসর পিতা- শ্রী পটল দাস, গ্রাম নিহার নগর, কৃষ্ণপুর থানা - পুরান রাজবাড়ী, দক্ষিম ত্রিপুরা।

উল্লেখিত আসামী শান্তিরবাজার থানার 2023STB018 নং মোরগ্নমায় অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার এরানো জন্য পলাতক। উক্ত আসামীর সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮১ ২৩২২২০৫২ ৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
২) শান্তিরবাজার থানা - ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

ICA/D-625/23

pplications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to Junior Engineer, TES, Gr-V(A) Degree (Civil/ Electrical/Mechanical), Group-B Gazetted and Junior Engineer, TES Gr-V(B), Diploma (Civil/Electrical/Mechanical) Group-C Non Gazetted under Public Works Department through the Combined Competitive Examination Rules-2022, Govt. of Tripura.

Advt. No. 09/2023

For detailed Advertisement please visit- https://tpsc.tripura.gov.in.

(Dr. T.K. Debnath, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

CENTRAL SELECTION COMMITTEE 2023
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Date:-18/07/2023

Academic Notice

This is for information to all concerned that result of DEEET 2023 will be available in the website **https://highereducation.tripura.gov.in/** and DEEET portal as per the schedule given below:-

Publication of Result in portal of DEEET https://deeet.tripura.gov.in/	19th July 2023 (Wednesday)from 5:00PM onwards
Publication of Merit List in https://highereducation.tripura.gov.in/	19th July 2023 (Wednesday) from 5:00PM onwards
Choice Filling Date	20th July 2023 from 4:00PM to 27th July 2023 up to 11:59 PM.

NB:
1. Choice filling is mandatory for seat allotment to a candidate.
2. Candidates are advised to give choices as many combinations as available.
3. No further change in choices will be possible after the stipulated time
4. The filled in choices within the above stipulated time will be utilized for all online rounds of counseling.

Sd/-
(Chairman CSC-2023)

ICA/D-622/23

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

১০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে আবারও সাফল্য পেয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ। আমবাসা বেত বাগান নাকা পয়েন্টে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৮৯ প্যাকেটে মোট ১০৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। সাথে লরির চালক ও সহচালককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।ওই পুলিশ আধিকারিক

● আটের পাতার পর

বেআইনী কাঠ বোঝাই গাড়ি ধরেও রহস্যজনকভাবে হাতছাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়ি ধরেও ফুরুত সেই গাড়ি! কত টাকা নগদ নারায়ণ পাবার পর ছেড়ে দেওয়া হল গাড়িটিকে! উঠছে প্রশ্ন..? মঙ্গলবার ভোর হতে না হতেই কল্যাণপুরে অবৈধ ভাবে কাঠ বোঝাই এই গাড়ি নিয়ে রীতিমতো পরিকল্পিত নাটকের পর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, যদিও এই নাটকের এক পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বন কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার দৃশ্যও অনেকটা অবিশ্বাস্যভাবে ফুটে উঠেছে। এই গোটা ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেনতেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের এক তথাকথিত মেরুদণ্ডহীন অফিসার অভিনাশ নাথ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,, মঙ্গলবার রুটিন টহলের সময় তেলিয়ামুড়ার বনদপ্তরের কর্মীদের নজরে আসে কল্যাণপুর এলাকায় একটি কাঠ ভর্তি গাড়ি দেখা দিলে গাড়িটির গতি রোধ করে বনকর্মীরা। স্বাভাবিকভাবেই তেলিয়ামুড়া থেকে যে সমস্ত বনকর্মীরা নিজেদের সরকারি দায়িত্ব পালন করার জন্য কল্যাণপুরে ছুটে গেছিলেন, উনারা যখন অবৈধভাবে গাড়িটাকে আটক করেছিলেন তখন এই বিষয়টা একটু একটু করে সাধারণ মানুষের নজরে আসে।

অসমর্থিত সূত্রে খবর,, কিছুটা এরকমও ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে গোপালনগরের কোন একটা সিসি রোডের মধ্যে গিয়ে কিছু একটা ইত্যাদি ইত্যাদি আলাপ সালাপও হয়েছিল(ঘটনার সময়ের কয়েকটা ছবি দুর্ভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে)। যাক আর কিছুক্ষণ পরে কি হয়েছে তার সংশ্লিষ্ট যিনি বন আধিকারিক তথা তেলিয়ামুড়ার অভিনাশ নাথ মহোদয় ভালো করে বলতে পারবেন।

ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণপুরের বন বিভাগের যে কর্মীরা রয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারাও প্রাথমিকভাবে দাবি করেছিলেন একটা কাঠের গাড়ি আটক করা হয়েছে এবং উনারা সংশ্লিষ্ট জায়গায় যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কাঠের গাড়িটি নাকি পালিয়ে গেছে। অবাক কান্ড! কিছুক্ষণ আগে বনকর্মীদের হাতে ধৃত কাঠ ভর্তি গাড়ি দিনের আলো ফোটার সাথে সাথেই পালিয়ে যায়, প্রশ্ন উঠছে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিভাবে , কেনই বা পালিয়ে গেল! এই পালিয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে বন কর্মীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বক্তব্য উঠে আসছে। কখনো বলছেন হঠাৎ করে কথার ফাঁকে পালিয়ে গেছে, এ জায়গায় প্রশ্ন উঠতে পারে আপনারা যদি গাড়িটাকে ধরেই থাকেন তাহলে চাবিটা কেন নেননি? প্রশ্ন উঠতেই পারে এত বড় অভিযান করলেন, কল্যাণপুরের বন কর্মীদের কেন অবগত করেননি? তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি তেলিয়ামুড়া থেকে যারা বন দপ্তরের কাজ করতে যাচ্ছেন তারা কি কল্যাণপুরের বন কর্মীদের বিশ্বাস করতে পারছেন না? নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন হিসেব-নিকেশ? কারণ মা দুর্গার আরাধনা যে আসন্ন।

যাক সে কথা, পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়াতে স্ব-শরীরে ছুটে এসে ফরেস্টার অবিনাশ নাথ দাবি করেন, কাঠের গাড়ির চালক নাকি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে উনাদের গাড়িকে এক প্রকার ঠুকে দিয়ে উনাদের সকলকে একসাথে আহত করে জায়গা ত্যাগ করেছেন। আমরা মাননীয় ফরেস্টার অবিনাশ বাবুর কথাটাকে বিশ্বাস করে উনাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, সাথে সাথে প্রশ্ন করছি যেখানটায় আপনি বলেছেন আহত হয়েছিলেন, ব্যাথা পেয়েছিলেন সেখান থেকে মাত্র ১০০ মিটার বা খুব কম দূরত্বের মধ্যে কল্যাণপুরের হাসপাতাল, সেখানে কেন গেলেন না মাননীয় গন? কল্যাণপুর থানার পুলিশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এরকম ঘটনা বা বন কর্মীদের আহত করার মতো ঘটনার খবর অন্তত দুপুর দুটা পর্যন্ত পুলিশের কাছে নেই। খুব আশ্চর্য না, ভীষণ আশ্চর্য। তবে মঙ্গলবার কল্যাণপুরে যে কাঠ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাঠ ব্যাবসায়ী এবং বন কর্মীদের সাথে একটা পূর্বপরিকল্পিত স্ক্রিপ্টেড নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তা কিন্তু সবারই জানা। কাজেই মহাশয়গণ সাধু সাবধান।

রাজ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্যচাষের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করতে গ্রামীণ এলাকার মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। রাজ্যে বি'ানসম্মতভাবে মৎস্যচাষের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আজ মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস ফটিকরায় নজরুল কলাকেন্দ্রে ২৩তম জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস উপলক্ষে এক দিবসীয় রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন। কর্মশালায় রাজ্যের সফল মৎস্যচাষিরা অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস।

অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মৎস্য উৎপাদনে আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। এটা আমাদের কাছে বড় চ্যালে'। তিনি বলেন, এখন রাজ্যে বার্ষিক মাছ উৎপাদন হয় ৮২,০৮৪ মেট্রিক টন। যদিও আগের তুলনায় মাছের উৎপাদন বেড়েছে। ঘাটতি পূরণে অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানি করতে হয়। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বড় জলাশয় নেই, নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকেনা। এই অবস্থায় দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে যে জলাশয়গুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে সেগুলিকে মৎস্যচাষের উপযোগী করে তোলা হবে। এই জলাশয়গুলি যদি সঠিকভাবে মৎস্য উৎপাদনের কাজে লাগানো যায় তবে ঘাটতি মিটিয়ে উদ্ধ'ত্ত মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব। তিনি বলেন, যে লক্ষ্য নিয়ে দপ্তর কাজ করছে এতে আগামী দুই বছরে মৎস্য উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন আসবে। কিভাবে বারো মাস মৎস্যচাষ করা যায় সে বিষয়ে মৎস্যচাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে মৎস্যমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস বলেন, মাছ চাষ খুবই লাভজনক পেশা। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবছর বাজেটে মৎস্য দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন, রেনু উৎপাদন, মাছের পোনা উৎপাদন সহ মৎস্য হেচারী করে যেসমস্ত মৎস্যচাষিরা বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন তাদের পুরস্ক'ত করা হয়। এছাড়া মৎস্য উৎপাদনে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে ও শ্রেষ্ঠ মহকুমা হিসেবে সোনামুড়া মহকুমা কার্যালয়কে পুরস্ক'ত করা হয়। কর্মশালায় মৎস্যচাষিরাও মতবিনিময় করেন এবং সোনামুড়া মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক কামাল হুসেন গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৎস্য চাষের গুরুত্ব ও বি'ানসম্মতভাবে মৎস্যচাষের উপর আলোচনা করেন। কর্মশালায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মোসলেম উদ্দিন আহমেদ।

২৩ জন নেশা কারবারি আটক উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জুলাই।। ২৩ জন ড্রাগস বিক্রেতা ও সেবনকারীকে আটকের তথ্য প্রকাশ্যে আনলো রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও সাংবাদিকের যৌথ উদ্যোগে মূল পান্ডা তাহার মিয়াকে আটক করার পর রেকর্ড পরিমাণ নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয় আর কে পুর থানা। ওসি বাবুল দাসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উদয়পুরের সকল অংশের জনগণ। সারাদিন সাদা পোশাকে বিভিন্ন স্থানে অভিযান করে এই সাফল্য অর্জন করে আর কে পুর থানা। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের নেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল থানা নিরাশ ভাবে কাজ করলেও আর কে পুর থানা কিছুটাহলেওসাফল্য দাবি করতে পারে। পুলিশের সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সংবাদ প্রতিনিধি সহ সকল অংশে সাধারণ জনগণ। আগামীকাল আর কে পুর থানার পুলিশ তাদের কোর্টে প্রেরণ করবেন। আটক ২৩ নেশা সেবন কারী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পনেরোটি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয় রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ। এই ধরনের ধর পাকর আগামী দিনেও জারি থাকবে জানিয়েছেন ও সি বাবুল দাস। আটক কৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই ধরনের সাফল্যের জন্য রাধাকিশোর থানার পুলিশ ও কর্মরত সাংবাদিকদের সাধুবাদ জানিয়েছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন উদয়পুরের জনগন।

রাজনগরে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ লুটপাটের গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রীর সুশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজনগর বিধানসভা জুড়ে চলছে তোল্লা আর হরির লুটের বাণিজ্য। নেতা মানেই কি তোল্লা আদায় করা। নেতা মানেই কি লুটেপুটে খাওয়া। নেতা মানেই কি দুর্নীতি করা। সুশাসনের রাজত্বে কার মদতে চলছে নেতাদের এই ধরনের কীর্তি কান্ড। এ নিয়ে রাজনগর বিধানসভা জুড়ে উঠেছে প্রশ্ন। পঁচিশ বছরের বাম রাজত্বকে বিদায় দিয়ে রাজ্যের জনগণ বহু আশা নিয়ে বিজেপি দলকে ১৮ সালে ক্ষমতার মসনদে বসায়। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বাম রাজত্বের সেই লুটরাজ রাম রাজত্বেও বহাল রইল। চারদিকে শুধু লুট বানিজ্য, নেশা ও তোল্লা বানিজ্যের নেশায় মত্ত হয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে পড়ে শাসক বিজেপি দলের কিছু অংশের নেতৃত্বরা। এমনই গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনগর বিধানসভা জুড়ে। জনগণের প্রকল্প নিয়ে ঘোটালা করে নিজের লক্ষ্মী ভান্ডার বৃদ্ধি করার অভিযোগ উঠেছে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর রাঙ্গামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে। ভয়কে উপেক্ষা করে দলের নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন খোদ দলের কার্যকর্তারা। জলাশয় খনন করে দেবার নাম করে দলের এক কার্য কর্তার কাছ থেকে কিভাবে অর্থ হাতিয়ে নেয় উত্তর রাঙ্গামুড়া শক্তিকেন্দ্রের ইনচার্জ বিলাস দেব সহ স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় কর্মকার ও সুমন দাস তার তথ্য তুলে ধরেন এক বিজেপির কর্মী। রাজনগর এগ্রিকালচার ও ফিসারি দপ্তর থেকে দুই লক্ষ টাকা ব্যায়ে জলাশয় খননের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর হয়। কিন্তু শক্তিকেন্দ্রের ইনচার্জ বিলাস দেব সহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের নেতৃত্বে জোর করে জলাশয় খননের নামে এই বিজেপির কর্মী থেকে ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় ভয়-ভীতি দেখিয়ে।এমনই অভিযোগ। এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে যদি ২ লক্ষ টাকার জলাশয় খননের বরাদ্দ হয়ে থাকে তাহলে কেন এই বিজেপির কর্মীর কাছ থেকে জোর করে ডজার দিয়ে পুকুর কেটে টাকা হাতিয়ে নিল, এ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আর্থিক প্রতারণার শিকার বিজেপি কর্মী আরো জানান,এই বিষয়ে বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার সহ মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকারকে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যার ফলে প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে বিলাস দেবের মত নেতৃত্বরা।। বিজেপি কর্মীকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করে নিচ্ছে। টাকা না দিতে চাইলে উল্টো বৃদ্ধ ভাতা ও রেগা থেকে বঞ্চিত যেমন হবে তেমনি রাবার বাগান কেটে ফেলারও হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সময় মত টাকা দিতে না পারার ফলে বিজেপি কর্মীর ছেলেকে মারধর করে বিলাস দেবের সাঙ্গোপাঙ্গরা ,এমনই অভিযোগ। এই বিজেপি কর্মী জানায় ,বাম সরকারকে হটিয়ে রাম সরকার গঠন হওয়ার পর বহু খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অনেক কিছু হবে। কিন্তু আজ আমি হতাশা এবং অসহায়। এছাড়া আক্ষেপের সুরে আরো বলেন ,এই ধরনের লোক যদি বিজেপি দলে থাকে , তাহলে দলকে আর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যাবে না। দল থেকে এরকম দুর্নীতিবাজ লোকদের সরিয়ে দেওয়া হোক। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের সভাপতির কাছে আবেদন জানান।

প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু এসসিইআরটি কার্য্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয়ের উপর মঙ্গলবার থেকে শিক্ষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার অধীন প্রি প্রাইমারী সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এর অধিকর্তা সরবিন্দু চৌধুরী। এদিন তিনি জানান ,দেশের নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে রাজ্যেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শাখা চালু করা হয়েছে।এই প্রি প্রাইমারি শাখার কচিকাঁচাদের

সেল এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে। কুঞ্জবনস্থিত এসসিইআরটি কার্যালয়ে পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন পঠন-পাঠনে নতুন ভাবনা সংযোজন করা হয়েছে,। এই বিষয়েই ৫ দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।এই কর্মসূচিতে ৬৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হল মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। স্বামী হারা এক মা অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হল। ঘটনা কি শুনতে কার খারাপ লাগলেও মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে কোলের সন্তানকে বিক্রি করে দেবার জন্য রাজি জন্মদাত্রী মা। স্বামী রিকশা শ্রমিক ছিলেন, ২২/০৯/২০২২ ইং তারিখে মাজেদা খাতুনের স্বামী আলকাস মিঞা মারা যান।স্বামী হারা এই অভাগা মা ভিক্ষে করে দুই সন্তানকে নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করেই বেঁচে আছেন।কথায় আছে মাতৃ শক্তি বিরাট শক্তি। জীবনে যত ঝড় ঝাপটা বাঁধা বিপর্যয় আসুক না কেন মাতৃ জাতিকে হারাতে পারে না। সন্তানের মুখের অন্নের সংস্থান করতে মা দিন রাত এক করে দেয়। কিন্তু সন্তানের উপর কোন আঁচড় লাগতে দেয় না। এখন প্রশ্ন নবীনগর এলাকার মাজেদা খাতুন যিনি এগারো মাস আগে স্বামী হারিয়েছেন, অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করতে ও রাজি।এই কেমন মা !কোন মা কি পারবে এক সন্তান কে বিক্রি করে দিয়ে সেই সন্তান বিক্রির টাকায় অপর সন্তান কে মানুষ করতে।একে কি সত্যি অভাগা মা বলা যেতে পারে! না সেই সন্তান টি অভাগা যাকে তার বিক্রি করে দিতে। এই মা সরকারি ভাতা পান,বর্তমানে সরকারি ফ্রি চাল পান কিন্তু সেই টাকায় জীবন সংগ্রামের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা। আর সেই জন্য বাধ্য হয়েই একটি সন্তানকে বিক্রি করতে চাইছেন তিনি। একটিকে বিক্রি করে অন্যটির জন্য সুখ খুঁজতে চাইছেন। এই মায়ের নাম মাজেদা খাতুন, দুই কন্যা সন্তান জরিনা আর মর্জিনা। বিশালগড়ের নবীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। মৃত স্বামীর টাকা জমা রেখেছিলেন কোথাও, আর সেই টাকা তোলার জন্য সোমবার আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন। জমানো টাকার কোন তথ্য বা নথিপত্র তার কাছে নেই। তবুও কয়েকটা টাকা পাবে, সেই বিশ্বাস মনের মধ্যে জাগিয়ে কোলের দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে আগরতলা ঘুরে, রাত দশটায় বিশালগড়ে এসে পৌঁছান বিশালগড় মহিলা থানায়। পরে মহিলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত

● আটের পাতার পর

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে হত্যার চেষ্টা নেশা সামগ্রী বোঝাই গাড়ি চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। নেশা সামগ্রী বোঝাই গাড়ি আটক করতে গিয়ে অল্পেতে প্রাণে বাঁচলেন এক পুলিশ অফিসার।আরও একটা দূর্গা কুমার রাঙ্খল হয়ে যেত আজ। আরও এক পুলিশ অফিসার প্রান হারাতেন। এখনো বিচার পাননি দুর্গা কুমার রাঙ্খল। আর এই তালিকায় যোগ হত আরও একটি নাম। তবে প্রানে বেচে গেলেও পায়ে গুরুতর আঘাত পান বিশ্রামগঞ্জ থানার এ.এস.আই ভুবন চন্দ্র দাস। নেশা বোঝাই বোলেরো গাড়ি তুলে দেয় পুলিশের পায়ের উপর। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটের কাছে গোপন খবর আসে একটি নেশা বোঝাই বোলেরো বিশালগড়ের উপর দিয়ে যাবে। আর এই তথ্য অনুসারে গাড়িটিকে ধাওয়া করে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেব্বর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিশালগড়ের চেলিখলায় বসানো নাকা পয়েন্টে। খবর পেয়ে নাকা পয়েন্ট আটকে দেয় পুলিশ। তবে দ্রুতগামী সেই গাড়িটি নাকা পয়েন্ট ভেঙে পালিয়ে যায়। এমনকি উপস্থিত পুলিশের উপর গাড়ি তুলে দিতে চাইছিল গাড়ি চালক। কোনক্রমে প্রানে রক্ষা পেলেও এই ঘটনায় পায়ে আঘাত পান নাকা পয়েন্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত এ.এস.আই ভুবন চন্দ্র দাস। তবে বিশালগড়ে ক্রমশই নেশা কারবারি এবং অবৈধ পাচারকারীদের স্পর্ধা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে রয়েছে বিশালগড় থানারই এক উচ্চ পর্যায়ের অফিসারের সাথে পাচারকারিদের গোপন সম্পর্ক। আর অর্থলোভী কিছু দুর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ অফিসারের কারনেই সহকর্মী পুলিশ অফিসারদের প্রান পর্যন্ত আজ ঝুঁকিতে।

দামছড়া থানার পুলিশের হাতে আটক দুই মাদক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে দামছড়া থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ সকালে পশ্চিম আরকেপুর নাকা পয়েন্টে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ প্যাকেটে মোট ৬০০টি ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাথে এক যুবক ও যুবতীকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে অসম থেকে গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচার করা

● আটের পাতার পর

ট্রি এম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করল বন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ট্রি(গাছ)এম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করল বন দপ্তর। গাছের জরুরী জীবন রক্ষায় এই পরিষেবা প্রদান বলে জানান বন আধিকারিক। আজ সকালে আগরতলা শালবাগান সংলগ্ন বনদপ্তরের প্রকৃতিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা হয়। পতাকা নেড়ে এই পরিষেবার সূচনা করলে মুখ্য বন ও আধিকারিক চন্দ্র প্রকাশ গয়াল। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের বিশেষ সচিব ছাড়াও পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদান করা হবে বলে জানান মুখ্য বন ও আধিকারিক। জানা গেছে এই গাড়ির মধ্যেই থাকবেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা যারা গাছের জীবন রক্ষা করবেন। যদি কেউ ই দেখেন যে তার গাছের মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি রোল নাম্বারে ফোন করলেই গাড়িটি বাড়িতে চলে আসবে এবং গাছের পরিচর্যা করবে। চন্দ্র প্রকাশ গয়াল, জ্জচ্ছ, বন মহাপরিচালক এবং বিশেষ সচিব (ঙ্গওচ্ছছ) এর নেতৃত্বে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের ঊর্ধতন স্তরের কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় পৌঁছেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার শালবাগানে অক্সিজেন পার্কে অবস্থিত ফরেস্ট মেমোরিয়ালে ত্রিপুরার বন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে আজ তারা ত্রিপুরা সফর শুরু করেন। তারা অক্সিজেন পার্কের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে এর উদ্ভিদ ও পাখিদের জীববৈচিত্র্য, সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রকৃতির পথ, বহিরাগত পাখির খাঁচা, জনজাতিদের গ্যালারি, অর্কিডারিয়াম, যোগ কর্নার, লগ হার্ট ইত্যাদি।পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ত্রিপুরার সবুজ আচ্ছাদন সংরক্ষণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, বন মহাপরিচালক এবং বিশেষ সচিব (ডিজিএফএন্ড এসএস) অক্সিজেন পার্কে তাদের পরিদর্শনের পরে ট্রি অ্যাম্বুলেন্সটিকে ফ্ল্যাগ অফ করেন। প্রকৃতি ভবনের সামনে হাতিপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটি গাছের জরুরী জীবন রক্ষা পরিষেবা প্রদান এবং গাছের প্রাণ বাঁচাতে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। ফ্ল্যাগ অফ প্রোগ্রামের পরে, বন মহাপরিচালক ত্রিপুরা বন বিভাগের একটি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, যেখানে রাজ্যের বন সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য চলমান উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।এই দলটি আগামীকাল ধর্মনগরে রওনা হবে বন বিভাগের ত্রিপুরার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে, যথা, রাজ্য স্তরের বনমহোৎসব এবং আগরউড গ্রোয়ার্স কনক্লেভ। এই সফরটি ত্রিপুরার জন্য তার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, সফল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং ভারত সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনে আরও অগ্রগতির পথ অন্বেষণ করার জন্য একটি অনন্য সুযোগ উপস্থাপন করে।

গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে এনএসএসের বিশেষ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পের উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। এদিন কলেজের ১ নম্বর হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে স্পেশাল ক্যাম্পের শুভ সূচনা করেন ডুম্বুরনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক থৈসা মগ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীমন্ত রায়, টিচার কাউন্সিল সেক্রেটারি প্রবীর চক্রবর্তী, এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার শৈবাল দেববর্মা প্রমুখরা। সেখানে প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীমন্ত রায় সাতদিন ব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পের গুরুত্ব তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি জানান সাত দিনব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পে থাকছে রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বৃক্ষরোপণ, যোগা, সেমিনার ইত্যাদি। স্পেশাল ক্যাম্পকে ঘিরে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

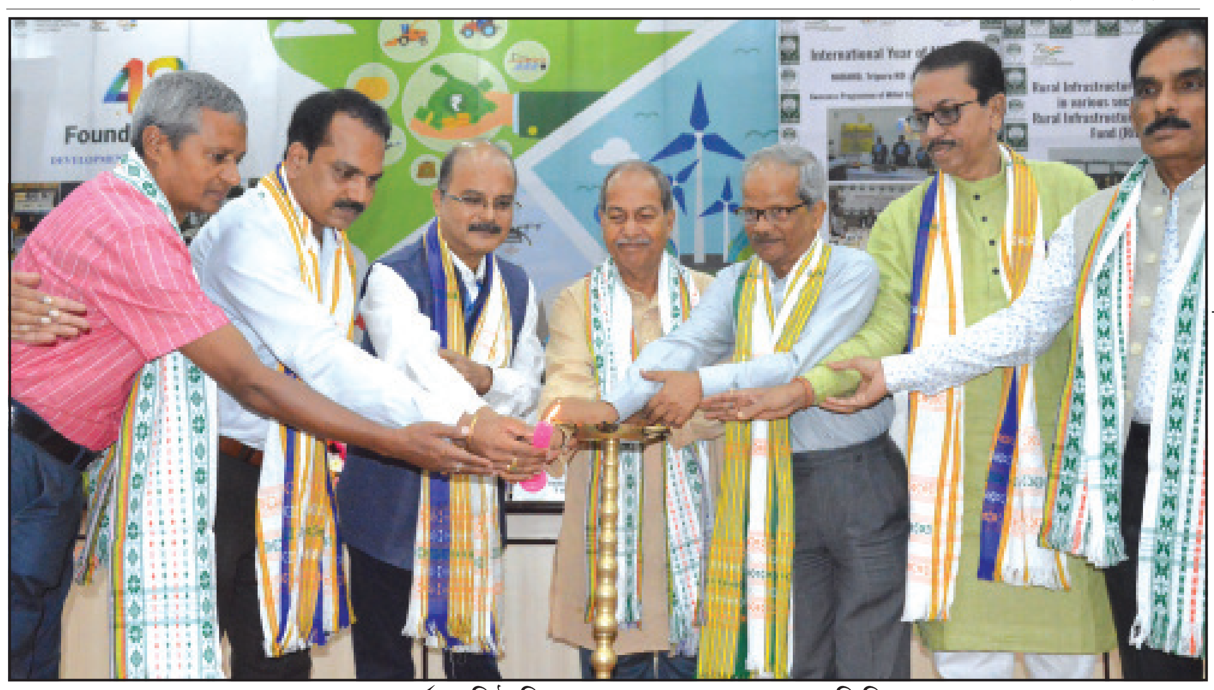

মঙ্গলবার নাবার্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।